POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

প্রকৃতপক্ষে মো'মেন তাহারাই, যখন আল্লাহ্‌র (নাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত হয়।

(আল আনফাল: ৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 3

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 19 জানুয়ারী, 2023 26 জামাদিউল সানি 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

পশুদের পানি পান করানোর পুণ্য

২৩৬৩) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: একবার এক ব্যক্তি (পথে) চিৎকার করে বলছিল যে তার তেষ্টা পেয়েছে। সে একটি কুয়োর মধ্যে নেমে কুয়ো থেকে পানি পান করল। পানি পান করার পর কুয়ো থেকে বেরিয়ে সে দেখল একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর তেষ্টার জ্বালায় কাদা চাটছে। সেই ব্যক্তি (মনে মনে বলল) আমি যেমন কষ্ট পাচ্ছিলাম, সেও কষ্টে আছে। সে নিজের মোজায় পানি ভর্তি করে মুখে করে ধরে উপরে উঠে এল এবং সেই কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ্ তা'লা তার এই কাজটিকে এতটাই মূল্য দিলেন যে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে রসুলুল্লাহ! আমরা পশুদের (পানি পান করানোরও) কারণেও কি পুণ্য লাভ করব? তিনি (সা.) বললেন: প্রত্যেক স্থানের জন্য পুণ্য লাভ হবে যা সতেজ হবে। (অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের প্রতি সদাচার করার প্রতিদান রয়েছে)

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল মাসাকাত)

এই সংখ্যায়

জুমআর খুতবা, ৯ই ডিসেম্বর, ২০২২

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র, ২০২২) প্রশ্নোত্তর পর্ব

আমার মতে, আত্মম্ভিরতার থেকে বেশি পৌত্তলিক ও অপবিত্র কেউ নয়। অহংকারী ব্যক্তি খোদার উপাসনা করে না, নিজেরই উপাসনা করে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আনুষ্ঠানিকতা বর্জনীয়

অতিথিদের জন্য আবাস স্থল নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বারবার এই তাগিদ করতেন যে ইঁট -পাথরে অর্থ অপচয় করা বৃথা। ততটুকুই ব্যবস্থা কর যাতে কয়েক দিন থাকার ব্যবস্থা হয়। ছুতোর ঘরের জন্য সরদল ও চৌকাঠ মসৃণ করছিল। তিনি (আ.) তাকে বাধা দিয়ে বললেন-

'এটা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা এবং মিথ্যে বিলম্ব করা। সংক্ষিপ্ত কাজ কর। আল্লাহ্ তা'লা জানেন, ঘরবাড়ির বিষয়ে আমার কোনও মোহ নেই। আমার নিজের ঘরবাড়িকেও নিজের এবং আমার শুভাকাঙ্খীদের সম্মিলিত সম্পদ বলে মনে করি। আমার বাসনা, তারা সকলে মিলে আমার বাড়িতে কয়েকদিন কাটাক। আমি চই, আমার এমন বাড়ির হোক যার চতুর্পার্শ্বে বন্ধুদের বাড়ি হবে আর মাঝের ঘরটি আমার হবে আর প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে জানালা থাকবে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ থাকবে।"

সেবাসুলভ আচরণ

একবার নতুন বাড়িতে একটি খাট পাতা ছিল যাতে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব ঘুমাচ্ছিলেন। হুযুর আকদস সেখানেই পায়চারি করছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুম থেকে উঠে দেখেন হুযুর খাটের নীচে মেঝের উপর শুয়ে আছেন। মৌলবী সাহেব তাঁকে সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। হুযুর (আ.) অত্যন্ত স্নেহের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, উঠে কেন দাঁড়ালে? তিনি সম্মান জানানোর কথা বললে হুযুর বললেন:

'আমি তো আপনাকে পাহারা দিচ্ছিলাম। ছেলেরা হট্টগোল করছিল,তাদেরকে চুপ করাচ্ছিলাম যাতে আপনার ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে।

বিনম্রতা

হুযুর (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য মানুষকে অপার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। সকলেই অবাধে হুযুরের সঙ্গে কথা বলতে পারত। এ সম্পর্কে হুযুর বলেন:

'আমি চাই না এমন কিম্ভুতকিমাকার সেজে বসে থাকি যাতে মানুষ আমাকে দেখে ভয় পায় যেমনটি হিংস্র পশুকে দেখে ভয় পায়। আর মূর্তি হয়ে ঠাঁই বসে থাকতে ভীষণ ঘৃণা করি। আমি তো মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখতে এসেছি, আমি চাই না, আমি নিজেই মূর্তির রূপ পরিগ্রহ করি আর মানুষ আমার পূজা করুক। আল্লাহ্ তা'লা ভাল জানেন, আমি নিজেকে অন্যের উপর বিন্দুমাত্রও প্রাধান্য দিই না। আমার মতে, আত্মম্ভিরতার থেকে বেশি পৌত্তলিক ও অপবিত্র কেউ নয়। অহংকারী ব্যক্তি খোদার উপাসনা করে না, নিজেরই উপাসনা করে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ৪২১)

কুরআন করীমের সর্বাধিক অগ্রগণ্য আদেশ হল তৌহিদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক প্রতিহত করা। তৌহিদকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে, কেননা, শিরক ব্যতীত কোনও পাপ সৃষ্টি হয় না। পাপে লিপ্ত ব্যক্তি এই কারণে পাপে লিপ্ত হয় কারণ সে খোদা তা'লার সত্তা এবং গুণাবলীর উপর পূর্ণ ঈমান এবং আস্থা রাখে না।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অনুবাদ: এবং তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ এই আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও। যদি তাহাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহা হইলে, তাহাদের উভয়কে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের সহিত সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও।'

(বনী ইসরাঈল, আয়াত:২৪)

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

আল্লাহ্ তা'লা সেই উপায় বলে দিচ্ছেন যার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের ব্যবস্থাপনাকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। কুরআন করীমের শিক্ষামালার নির্যাস বর্ণনা করে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, হিদায়াতের দিনগুলিতে এই আদেশাবলী মেনে চলবে এবং এগুলির বিষয়ে যত্নবান থাকবে। তবেই তোমরা পতনের হাত থেকে রক্ষা পাবে, অন্যথায় উন্নতি স্থায়ী হবে না।

কুরআন করীমের সর্বাধিক অগ্রগণ্য আদেশ হল তৌহিদ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক প্রতিহত করা। জাগতিক রাজত্ব লাভ হলে সেই সঙ্গে বস্তুবাদিতা এবং শিরকেরও উৎপত্তি হয়। সেই কারণে যেখানে

(এরপর শেষের পাতায়...)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২২)

(ওয়াকফে নও ক্লাসের শেষাংশ)

একজন ওয়াকফে নও মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, এটা দেখার জন্য যে, সে পুণ্য ও পাপের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেয়। আল্লাহ্ তা'লা কি পশুদেরকেও স্বাধীন চিন্তাশক্তি দান করেছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে স্বাধীনতা দান করেছেন এবং ভাল ও মন্দের বিষয়ে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তোমরা ভাল কাজ করলে তার প্রতিদান পাবে আর আর মন্দ কাজ করার অর্থ হবে শয়তানের অনুবর্তিতা করা আর তোমরা তার শাস্তি পাবে। কিম্বা আল্লাহ্ চাইলে ক্ষমাও করতে পারেন। কিন্তু পশুদেরকে কোনও ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সেটাই তাদের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে। ছাগল নিজের স্বভাব অনুযায়ী চলা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না। আর বাঘ তার হিংস্রতা ছাড়া অন্য কিছু প্রদর্শন করতে পারে না। খিদে নিবারণের জন্য অন্যদের উপর আক্রমণ করাই তাদের প্রকৃতি। ঘাস চরা ছাগলের প্রকৃতি। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা পশুদেরকে মানুষের খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। গাই থেকে দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রাণীকেই মানুষের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

আরও এক ওয়াকফা প্রশ্ন করে যে, আমরা খোদা তা'লার গুণাবলীকে কিভাবে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যদি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী যপ করতে থাকেন, সেগুলির অর্থ জেনে যান, তখন এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে যিকরে ইলাহির অভ্যাস গড়ে উঠবে। আর যখন আপনার আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হবে বা আপনি চান যে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ কোনও বিষয়ে আপনার দোয়া কবুল করুন, তখন আপনি এই বিশেষ গুণগুলির পুন পুন যপ করুন যা সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তাই আপনি যখনই দোয়া করেন, তখন সেই সব গুণাবলী থেকে একটিকে ধারণ করুন যা আপনার সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্য প্রয়োজন। আর এভাবে আপনি এটিকে দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত করতে পারেন। একথা স্মরণ রাখবেন যে, এগুলি সব যিকরে ইলাহির উপর নির্ভরশীল। আর এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি প্রত্যহ যিকরে ইলাহি করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। যদি আপনি সিজদায় প্রাণপনে দোয়া করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনার যাবতীয় সমস্যা ও বিপদ দূর করে দেন আর সেই গুণটিকেও সংযুক্ত করেন যা আপনার দৃষ্টিতে আপনার সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তবে এভাবে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীকে অধিকহারে যপ করার অভ্যাস তৈরী হবে।

প্রশ্ন: কারো মৃত্যুতে আমরা ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন পাঠ করি। কিন্তু কোনও কিছু হারিয়ে গেলে কেনও তখনও এটা পাঠ করি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি কি জানেন এর অর্থ কি? এর অর্থ হল, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য আর আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যাব। কুরআন করীম এই নির্দেশ দেয় নি যে কারো মৃত্যুতেই এটা পাঠ করা উচিত। যখনই আপনি কোনও সমস্যায় পড়েন, কিছু হারিয়ে ফেলেন, তখন এই শব্দগুলি পাঠ করলে তা আপনাকে আল্লাহ্ তা'লার কুদরত স্মরণ করিয়ে দিবে। আল্লাহ্ তা'লা চিরন্তন, কিন্তু বাকি সব কিছুর লয়শীল অথবা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই কারণে আমরা ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। এর গভীর অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। এটা আমার সঙ্গে এবং অন্য আরও অনেকের সঙ্গে হয়েছে, যখন আপনি কিছু হারিয়ে ফেলেন বা কোথাও কিছু রেখে ভুলে যান, তখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পাঠ করলে তৎক্ষণাৎ জিনিসটি খুঁজে পাই। কিম্বা আমাদের মনে পড়ে যায় যে অমুক স্থানে জিনিসটি রেখেছিলাম। তাই এটি এমন একটি দোয়া, যখন কারো মৃত্যু হয় আর আপনি মনে করেন যে তার উপর আপনি নির্ভরশীল ছিলেন, এখন কি উপায় হবে- তখন এই দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে আপনি প্রশান্তি লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমার সঙ্গে আছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। অনুরূপ ঘটনা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গেও ঘটেছে। যখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কেননা, তিনি কোথাও কোনও কাজ করছিলেন না আর তাঁর পিতাই ছিলেন উপার্জনের একমাত্র উৎস। এই উৎকণ্ঠার মধ্যে তিনি দোয়া করেন যে হে আল্লাহ্ আমি এখন কি করব আর ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পাঠ করেন। তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়। আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আব্দাহু । অর্থাৎ আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন। তুমি আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। এইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আশ্বস্ত করেন। তাই আমরা মনে করি এটি এমন এক দোয়া যা পাঠ করে মন শান্ত হয়।

প্রশ্ন: ইংল্যাণ্ডের রানীর মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জন্য একজন আহমদী মুসলমানের শোক জ্ঞাপনের কি পদ্ধতি হওয়া উচিত?

হুযুর বলেন: সে একজন মানুষ। যখনই কোন ও মানুষের মৃত্যু হয় আমরা শোক জ্ঞাপন করে থাকি। দুঃখ প্রকাশ করে থাকি, তাদেরকে স্বান্ত্বনা দিয়ে থাকি। আমি রানীর মৃত্যুতে রাজা চার্লসকে শোকবার্তা পাঠিয়েছি আর এটি তাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই আমরা দোয়া করতে পারি যে আল্লাহ্ তা'লা যেন তাঁর উপর দয়া করেন। আমরা সেই সব মৃতদের জন্য আল্লাহ্র করুনা প্রার্থনা করতে পারি। একথা ঠিক যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যারা কাফের তাদেরকে তিনি ক্ষমা করবেন না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লাও ক্ষমা করার শক্তি রাখেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমাদের তাদের জন্য দোয়া করা উচিত নয়। এছাড়া, অন্য দের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদের মৃত্যুতে দোয়া করতে বাধা দেন নি। আমরা কেবল কাফেরদের জানাযা পড়ি না, কিন্তু সমবেদনা ব্যক্ত করতেই পারি। আমরা মৃতদের প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা ও দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। অন্যথায় আমরা কিভাবে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' বলতে পারি? ভালবাসার অর্থ সকলকে ভালবাসা আর কারো মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করা ভালবাসা ব্যক্ত করার একটি পদ্ধতি।

প্রশ্ন: সুফিগণ বাহ্যিক রীতি রেওয়াজের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের দাবি করে থাকেন। সুফিগণের এই সব রীতি রেওয়াজের আদৌ কি কোনও উপযোগিতা আছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে সুফিবাদের অস্তিত্ব ছিল না। খলীফাগণের যুগে কি সুফিবাদ ছিল? ছিল না। এইগুলির সূত্রপাত হয়েছে বহু শতাব্দী পর । আর শুরু হওয়ার কারণ ছিল সেই সময়কার খিলাফত আধ্যাত্মিক খিলাফত ছিল না। সেগুলি ছিল জাগতিক খিলাফত। সেই যুগের খলীফারা জাগতিক স্বার্থের পিছনে পড়ে ছিল। আর সেই সব খলীফা জামাত দ্বারা নির্বাচিত ছিল না, বরং উত্তরাধিকার সূত্রে খিলাফত লাভ হত। এই কারণে সেই সময় একদল মানুষ নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক সত্তা বলে দাবি করতে শুরু করে। তারা সাধারণ মানুষকে ধর্মের সারমর্ম, নামাযের সারমর্ম কি তা ইত্যাদি শেখাত। আর কিভাবে নামায পড়তে হয়, আল্লাহ্র সামনে কিভাবে বিনত হতে হয়, কুরআন করীমের বিধিনিষেধ কিভাবে পালন করতে হয় - সেই সব কিছু বিভিন্ন পন্থার মধ্য দিয়ে তারা মানুষকে শেখাতে শুরু করে। কিন্তু এখন আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইসলাম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের পর সুফিদের আর প্রয়োজন নেই, অন্য কাউকে অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। আমার মনে আছে, একবার আমি খুতবায় 'আল্লাহু নুরুস সামাওয়াতে ওয়াল আরজ'-আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছি। এরপর এক নবাগত আরব আহমদী আমাকে চিঠি লিখে জানান যে তিনি সুফিবাদের অনুসারী ছিলেন। তিনি লেখেন, 'কিন্তু এখন আপনার খুতবা শুনে আমি বলতে পারি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর থেকে বড় সুফি আর কেউ নেই। এখন খিলাফতে আহমদীয়াই প্রকৃত খিলাফত। আর খিলাফতে রাশেদার-ই ভিন্ন রূপ।' অতএব, যতদিন খিলাফতে আহমদীয়া টিকে আছে কোনও সুফির

এরপর শেষের পাতায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

তাঁদের উভয়ের খিলাফতকাল ব্যাপকহারে ইসলামের ফল–ফলাদিতে পরিপূর্ণ করা হয়আর বহুমুখী সাফল্য ও জয়ের সর্বব্যাপী সৌরভে তা সুরভিত করা হয়েছে।

নবুয়্যতকে একটি গ্রন্থের সাথে তুলনা করলে তিনি ছিলেন সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র অনুলিপি।

নবুয়্যতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন।

তাঁর আত্মিক গুণাবলীর প্রধান বৈশিষ্টই ছিল সততা, স্বচ্ছতা, দৃঢ়চিত্ততা এবং খোদাভীতি। গোটা পৃথিবীও যদি মুরতাদ হয়ে যেতো তাতেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না এবং পিছপাও হতেন না বরং সদা অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতেন।

মহানবী (সা.) সাহাবীদের মধ্য হতে তিনি ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীর নাম সিদ্দীক রাখেন নি যাতে তিনি তাঁর পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাকে প্রকাশ করতে পারেন।

তার সমস্ত আনন্দ ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)–এর আনুগত্যের মাঝে নিহিত ছিল।

তিনি ইসলামকে এক দুর্বল ও অসহায় এবং ক্ষীণকায় ও জীর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় পেয়ে নিজে অভিজ্ঞদের ন্যায় এর উজ্জ্বলতা ও সতেজতাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য উঠে দাঁড়ান এবং এক লুণ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায় নিজের হারানো জিনিসের খোঁজে মগ্ন হয়ে যান। এমনকি ইসলাম নিজের সংগতিপূর্ণ উচ্চতা থেকে নিজ কোমল চেহারা ও সৌন্দর্যের সতেজতা আর স্বচ্ছ পানির সুমিষ্টতার দিকে ফিরে এসেছে আর এসবই সেই বিশ্বস্ত বান্দার নিষ্ঠার কারণে (সম্ভব) হয়েছে।

আমি জানি, কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন ও মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত (তার মাঝে) আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)–এর ন্যায় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হবে। তাঁরা দুনিয়াকে ভালোবাসতেন না, বরং নিজেদের জীবনকে তারা খোদা তা'লার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।"

সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সুদৃঢ় কুরআনের আয়াতের আলোকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। তাঁর সাধু হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত এবং তাঁর সততা ও নিষ্ঠা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তিনি পরকালের নেয়ামত পছন্দ করেছেন এবং পার্থিব চাকচিক্য ও ভোগবিলাসকে পরিত্যাগ করেন। অন্য কেউই তাঁর এইশ্রেষ্ঠত্বে উপনীত হতে পারে না।"

হযরত আবু বাকার হলেন ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম।

তিনি (রা.) একজন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী, সাধু, খুবই নম্র স্বভাবসম্পন্ন ও খুবই দয়াদ্র প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন আর অত্যন্ত বিনয় ও দারিদ্র্যের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। খুবই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী এবং স্নেহ–ভালোবাসা ও কৃপার মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

তিনি (রা.) নবী ছিলেন না ঠিকই কিন্তু তাঁর মাঝে রসূলদের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

তাঁর (রা.) নিষ্ঠার কারণেই ইসলামের বাগানে এর প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরে আসে আর তিরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হবার পর পুনরায় এটি আড়ম্বরপূর্ণ ও সবুজশ্যামল হয়ে ওঠে এবং নানা ধরণের ফুলে ফুলে এটি সুশোভিত হয় আর এর ডালপালা মলিনতামুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব সাহাবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।নক্ষত্রের ন্যায় সর্বক্ষেত্রে তারা আমাদের পথপ্রদর্শন করুন এবং তারা যে মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমরাও যেন সেই মানে উপনীত হতে সচেষ্ট হই।

আঁ হযরত (সা.)–এর মহান মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)–এর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৯ ডিসেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (৯ ফাতাহ নবুয়্যত, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত জুমুআর খুতবায় শেষদিকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছিলাম, এ সম্পর্কে তাঁর আরো কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে তা এখন উপস্থাপন করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রা.) সেই কাফেলার আমীর ছিলেন যাঁরা আল্লাহ্‌র খাতিরে অনেক উচ্চশৃঙ্গ জয় করেছেন। তাঁরা সভ্য ও আরব বেদুঈনদের সত্যের (প্রতি) আহ্বান জানিয়েছেন। এমনকি তাঁদের এই আহ্বান দূরদুরান্তের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁদের উভয়ের খিলাফতকাল ব্যাপকহারে ইসলামের ফল-ফলাদিতে পরিপূর্ণ করা হয় আর বহুমুখী সাফল্য ও জয়ের সর্বব্যাপী সৌরভে তা সুরভিত করা হয়েছে।

সিদ্দীকে আকবরের যুগে ইসলাম বিভিন্ন প্রকার (নৈরাজ্যের) আগুনে জর্জরিত ছিল। আশঙ্কা ছিল, তাঁর জামা'তের ওপর আগ্রাসী বাহিনী প্রকাশ্য আক্রমণ করবে আর একে লুটে নেওয়ার পর জয়ধ্বনি দিবে। ঠিক সেই সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর সততার কারণে মহা প্রতাপান্বিত খোদা ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে আসেন আর গভীর কূপ থেকে এর মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করেন। অতএব ইসলাম চরম দুর্দশার অবস্থা হতে উত্তম অবস্থার দিকে ফিরে আসে। কাজেই আমাদের কাছে ন্যায়বিচারের আবশ্যিক দাবি হলো, আমরা যেন এই সাহায্যকারীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং শত্রুদের (প্রতি) ভ্রুক্ষেপ না করি। অতএব তুমি তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না যিনি তোমার প্রিয় নেতা ও অভিভাবক (সা.)-কে সাহায্য করেছেন এবং তোমার ধর্ম ও গৃহের সুরক্ষা করেছেন আর আল্লাহ্‌র খাতিরে তোমার হিত কামনা করেছেন কিন্তু এর বিনিময়ে তোমার কাছে কোনো প্রতিদান চান নি। কাজেই খুবই আশ্চর্যের বিষয় হলো, সিদ্দীকে আকবরের সুউচ্চ মর্যাদাকে কীভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে! অথচ বাস্তবতা হলো, তাঁর প্রসংশনীয় গুণাবলী সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান আর নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মু'মিন তাঁর রোপিত বৃক্ষের ফল খায় এবং তাঁর শেখানো জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কল্যাণমণ্ডিত হচ্ছে। তিনি আমাদের ধর্মের জন্য ফুরকান এবং আমাদের পার্থিব জীবনের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন। যে (তাঁকে) অস্বীকার করেছে সে মিথ্যা বলেছে আর ধ্বংস ও শয়তানের সাথে মিলিত হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, এছাড়া যাদের কাছে তাঁর পদমর্যাদার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত ছিল, এমন মানুষ মূলত পাপাচারী এবং তারা (গভীর) জলরাশিকে সামান্য (পানি) মনে করেছে। অতএব সে ক্রোধান্বিত হয়ে এমন ব্যক্তির অসম্মান করেছে, যিনি প্রথম সারির সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।"

তিনি (আ.) বলেন, "বস্তুত হযরত সিদ্দীকের মহান ব্যক্তিসত্তা আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয়ভীতি, ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির সমাহার ছিল। তাঁর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সততা ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ছিল আর মহামহিম খোদার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিনত ছিলেন এবং প্রবৃত্তি ও এর আকর্ষণ থেকে বিমুক্ত এবং কামনা বাসনা ও এর তাড়না হতে সম্পূর্ণরূপে দূরে ছিলেন।

তিনি চরম পর্যায়ের জগৎবিমুখ খোদাপ্রেমী মানুষ ছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে শুধু সংশোধনই সাধিত হয়েছে আর তাঁর দ্বারা মু'মিনদের জন্য কেবলমঙ্গাল ও কল্যাণই প্রকাশ পেয়েছে। (কাউকে) দুঃখ ও কষ্ট দেওয়ার অপবাদ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। তাই তুমি আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসংবাদের প্রতি দৃষ্টি দিও না বরং এগুলোকে কল্যাণ হিসেবেই গণ্য করো। তুমি কি প্রণিধান করো নি যে, সেই ব্যক্তি যিনি স্বীয় প্রভুর নির্দেশাবলী ও সন্তুষ্টির খাতিরে নিজের সন্তান-সন্ততিকে সম্পদশালী করার অথবা তাদেরকে নিজ ধনসম্পদের উত্তরাধিকার বানানোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি । বরং জগৎ থেকে তিনি শুধু ততটুকু অংশই গ্রহণ করেছেন যতটুকু তার চাহিদা পূরণে যথেষ্ট ছিল। তাহলে তুমি কীভাবে ভাবতে পারো যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর বংশধরের প্রতি অন্যায়-অবিচার করে থাকবেন?" (সিররুল খোলাফা, পৃ: ৭৯-৮২)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "সিদ্দীকে আকবরের প্রতি আল্লাহ্ কল্যাণরাজি বর্ষণ করুন। তিনি ইসলামকে জীবিত করেছেন এবং যিন্দিকদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রদ্রোহী মুরতাদদের) হত্যা করেছেন আর কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় কল্যাণধারা প্রবহমান করেছেন । তিনি অনেক আহাজারি করতেন এবং একান্ত জগৎবিমুখ খোদানুরাগী (ব্যক্তি) ছিলেন। এছাড়া প্রভুর সম্মুখে কাকুতিমিনতি করা, দোয়া ও (তাঁর) সমীপে ভূলুণ্ঠিত থাকা এবং তাঁর দ্বারে ক্রন্দন ও বিনয়ের সাথে নত থাকা আর তাঁর দরজার চৌকাঠ আঁকড়ে রাখা তাঁর অভ্যাস ছিল। সিজদাবস্থায় তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে দোয়া করতেন আর কুরআন তিলাওয়াতের সময় কাঁদতেন।

নিঃসন্দেহে তিনি ইসলাম ও রসূলদের গৌরব। তাঁর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর স্বভাবজ গুণাবলীর নিকটতর। নবুয়্যতের (আধ্যাত্মিক) সুবাস নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যোগ্যতম লোকদের মাঝে প্রথম। মহান একত্রকারী (সা.)-এর হাতে কিয়ামত-সদৃশ আধ্যাত্মিক যে অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষকারী লোকদের মধ্যে তিনি (রা.) প্রথম সারিতে ছিলেন এবং তাদের মাঝেও সর্বাগ্রে ছিলেন যারা নিজেদের মলিন চাদরকে পূত-পবিত্র পোশাকে পরিবর্তন করেছেন আর নবীদের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তিনি নবীদের সাথে সাদৃশ্য রাখতেন।

আমরা পবিত্র কুরআনে (একমাত্র) তাঁর উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীর উল্লেখের কথা শুধু অনুমান ও ধারণাকারীদের ধারণা ছাড়া সুনিশ্চিতভাবে দেখতে পাই না। অথচ অনুমান তো নিশ্চিত সত্যের বিপরীতে কোনো মূল্যই রাখে না আর তা অনুসন্ধানী (জাতিকে) পরিতৃপ্তও করতে পারে না। যে তাঁর সাথে শত্রুতা করে, তার ও সত্যের মাঝে এমন একটি রুদ্ধ দ্বার অন্তরায় (হিসেবে) রয়েছে যা সিদ্দীকদের নেতার কাছে সমর্পিত না হওয়া পর্যন্ত কখনো খুলবে না।"

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ৯৯-১০০)

তিনি (আ.) আরো বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সৃষ্টিই করা হয়েছে কল্যাণের উৎসের প্রতি নিবিষ্ট হওয়া এবং রহমান খোদার রসূল (সা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বৈশিষ্ট্য দিয়ে। নবুয়্যতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যোগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.)-এর খলীফা হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর অনুসৃত নেতা (সা.)-এর সাথে পরম সংগতি ও সামঞ্জস্য রাখার যোগ্য ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সকল নৈতিক গুণাবলী ও অভ্যাস অবলম্বন করা এবং আপন-পর সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর এমন প্রতিচ্ছবি ছিলেন যে, তরবারি ও বর্শার জোরেও তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি আর সারা জীবন তিনি এমনই ছিলেন। বিপদাপদ, ভয়ঙ্কর হাতিয়ার এবং অভিসম্পাত বা তিরষ্কার কিছুই তাঁকে অস্থির করতে পারে নি।

তাঁর আত্মিক গুণাবলীর প্রধান বৈশিষ্টই ছিল সততা, স্বচ্ছতা, দৃঢ়চিত্ততা এবং খোদাভীতি। গোটা পৃথিবীও যদি মুরতাদ হয়ে যেতো তাতেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না এবং পিছপাও হতেন না বরং সদা অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতেন আর এ কারণেই আল্লাহ্ নবীদের পরেই সিদ্দীকদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (সূরা আন্ নিসা: ৭০)। এই আয়াতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এ বং অন্যদের ওপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা মহানবী (সা.) সাহাবীদের মধ্য হতে তিনি ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীর নাম সিদ্দীক রাখেন নি যাতে তিনি তাঁর পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাকে প্রকাশ করতে পারেন।

কাজেই অভিনিবেশকারী ও চিন্তাশীলদের মতো প্রণিধান করো! এই আয়াতে পুণ্যবানদের জন্য (আধ্যাত্মিক) উৎকর্ষের বিভিন্ন স্তর এবং এর যোগ্য লোকদের প্রতি অনেক বড় ইঙ্গিত রয়েছে। তাই আমরা যখন এই আয়াতের প্রতি অভিনিবেশ করেছি এবং চিন্তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছি তখন এটি সুস্পষ্ট হয় যে, এই আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সবচেয়ে বড় সাক্ষী আর এতে একটি গভীর রহস্য রয়েছে যা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির সম্মুখে উন্মোচিত হয় যে অনুসন্ধিৎসু হয়। অতএব আবু বকর (রা.) হলেন সেই ব্যক্তি যাকে (আল্লাহ্‌র) প্রিয় রসূল (সা.)-এর পবিত্র মুখ দ্বারা সিদ্দীক উপাধি দেওয়া হয়েছে আর পবিত্র কুরআন নবীদের সাথে যুক্ত করে সিদ্দীকদের উল্লেখ করেছে যা বিবেকবানদের অজানা নয়। পক্ষান্তরে আমরা সাহাবীদের মধ্য হতে অন্য কোনো সাহাবীর অনুকূলেই এই উপাধি ও পদবী প্রয়োগ দেখি না। এভাবে বিশ্বস্ত সিদ্দীকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো, কেননা নবীদের পরেই তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। " (সিররুল খোলাফা, পৃ: ৭৯-৮২)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "ইবনে খলদুন বলেন, (অন্তিম অসুস্থতার সময়) মহানবী (সা.)-এর কষ্ট যখন বেড়ে যায় এবং তিনি (সা.) অচেতন হয়ে পড়েন তখন তাঁর সহধর্মিনীগণ এবং পরিবারের অন্য সদস্যগণ, (যেমন-) আব্বাস ও আলী মহানবী (সা.)-এর কাছে জড়ো হন। এরপর নামাযের সময় হলে তিনি (সা.) বলেন, আবু বকরকে লোকদের ইমামতি করে নামায পড়াতে বলো।" তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, "ইবনে খলদুন বলেন, তিনটি বিষয়ে ওসীয়্যত করার পর মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকরের দরজা ছাড়া মসজিদমুখী খোলে এমন সব দরজা বন্ধ করে দাও। কেননা সাহাবীদের মাঝে অনুগ্রহের ক্ষেত্রে আবু বকরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কোনো সাহাবীকে আমি চিনি না।" (২য় ভাগ, পৃ: ৬২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "ইবনে খলদুন উল্লেখ করেছেন, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর (মৃতদেহের) কাছে আসেন এবং তাঁর

পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে চুম্বন করে বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। আল্লাহ্ আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারিত রেখেছিলেন আপনি তার স্বাদ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এরপর আর কখনোই আপনার ওপর মৃত্যু আসবে না।" (২য় ভাগ, পৃ: ৬২)

তিনি বলেন, তাঁর (রা.) প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সূক্ষ্ম অনুগ্রহরাজি এবং মহানবী (সা.)-এর একান্ত নৈকট্যের যে বিশেষত্ব তিনি লাভ করেছিলেন যেমনটি ইবনে খলদূন উদ্ধৃত করেছেন তা হলো, আবু বকর (রা.)-কে সেই খাটিয়াতেই বহন করা হয়েছে যেটিতে মহানবী (সা.)-কে বহন করা হয়েছিল; তাঁর কবরও মহানবী (সা.)-এর কবরের ন্যায় সমান করা হয় এবং সাহাবীরা তাঁর কবরকে মহানবী (সা.)-এর কবরের একেবারে নিকটে বানিয়েছেন আর তাঁর (রা.) মাথা মহানবী (সা.)-এর উভয় কাঁধের বরাবর রাখেন।

তিনি (রা.) সর্বশেষ যে বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা হলো, হে আল্লাহ্! আমাকে আত্মসমর্পিত অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং আমাকে পুণ্যবানদের মাঝে গণ্য করো। (২য় ভাগ, পৃ: ৭২)(সিররুল খোলাফা, পৃ: ১৮৯-১৯০)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আবু বকর (রা.) একজন নিতান্তই বিরল খোদাপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন যিনি আঁধার-অমানিশার পর ইসলামের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করেছেন এবং তাঁর পূর্ণ প্রচেষ্টা এটিই ছিল যে, যে-ইসলাম পরিত্যাগ করেছে তিনি তার মোকাবিলা করেছেন এবং যে- সত্যকে অস্বীকার করেছে তিনি তার সাথে যুদ্ধ করেছেন আর যে-ইসলামের গৃহে প্রবেশ করেছে তার সাথে তিনি নম্র ও স্নেহসুলভ ব্যবহার করেছেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি মানুষকে দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তা দান করেছেন এবং নিজের পবিত্র দৃঢ় সংকল্প দ্বারা বেদুঈনদের শিষ্টাচার ও ভব্যতা শিখিয়েছেন আর সেসব বল্গাহীন উট বা অসামাজিক লোকদের পানাহার, ওঠাবসা প্রভৃতির শিষ্ঠাচার, পুণ্যের পথের দিশা ও যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব ও উদ্যম (প্রদর্শনের) রীতি শিখিয়েছেন। এছাড়া তিনি চতুর্দিকে নৈরাশ্য দেখেও কাউকে যুদ্ধের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন নি, বরং নিজেই শত্রুপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছেন। প্রত্যেক ভীরু ও অসুস্থ ব্যক্তির মতো অলীক কল্পনা তাঁকে বিভ্রান্ত করে নি। প্রত্যেক নৈরাজ্য ও বিপদের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত হয়েছে, তিনি রেযওয়া পর্বতের চেয়েও বেশি দৃঢ় ও অবিচল। (এটি মদীনার একটি পাহাড়ের নাম।) তিনি প্রত্যেক মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিদারকে ধ্বংস করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে (আত্মীয়তার) সকল সম্পর্ককে ছিন্ন করেছেন। তার সমস্ত আনন্দ ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর আনুগত্যের মাঝে নিহিত ছিল। অতএব স্বীয় ধর্মের সুরক্ষাকারী হযরত আবু বকরের আঁচল আঁকড়ে ধরো আর বৃথা বাক্যালাপ পরিত্যাগ করো। তিনি (আ.) বলেন, এছাড়া আমি যা কিছু বলেছি তা প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণকারী ব্যক্তির ন্যায় কিংবা পিতৃপুরুষের ধারণার অনুসারীদের ন্যায় বলি নি। বরং যখন থেকে আমার পা হাঁটতে ও আমার কলম লিখতে আরম্ভ করেছে আমার কাছে এটিই প্রিয় যে, আমি যেন গবেষণাকে নিজের ব্রত এবং চিন্তা ও প্রণিধানকে নিজের লক্ষ্য ধার্য করি। আমি পূর্ণ গবেষণা করেছি। তিনি (আ.) বলেন, আমি প্রতিটি সংবাদকে যাচাই বাছাই করতাম এবং প্রত্যেক জ্ঞানীকে প্রশ্ন করতাম। অতএব আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীককে সত্যিকার অর্থেই সত্যবাদী পেয়েছি এবং গবেষণার ভিত্তিতে এই বিষয়টি আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে। আমি যখন তাকে সকল ইমামের ইমাম এবং ধর্ম ও উম্মতের প্রদীপ হিসেবে পেয়েছি তখন আমি তাঁর আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছি এবং তাঁর নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি আর পুণ্যবানদের ভালোবেসে স্বীয় প্রভুর কৃপা অর্জন করতে চেয়েছি। অতএব সেই কৃপালু খোদা আমার প্রতি কৃপা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, আমাকে সাহায্য করেছেন এবং আমার তরবিয়্যত করেছেন আর আমাকে সম্মানীত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিকন্তু স্বীয় বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এই শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ বানিয়েছেন। এছাড়া আমাকে এলহামপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আমার দুঃখ দূর করেছেন এবং আমাকে সে সবকিছু দান করেছেন যা (সমসাময়িক) সমগ্র বিশ্বে অন্য কাউকে দান করেন নি আর এসবই সেই উম্মী নবী (সা.) এবং সেসব নৈকট্যপ্রাপ্তদের ভালোবাসার কারণে লাভ হয়েছে। হে আল্লাহ্! তুমি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও খাতামুল আম্বিয়া এবং জগতের সকল মানবের চেয়ে উত্তম সত্তা মুহাম্মদ (সা.) -এর প্রতি কল্যাণ ও শান্তি অবতীর্ণ করো।

খোদার কসম! হযরত আবু বকর হারামাইন তথা দুটি পবিত্র গৃহ এবং দুটি কবরেও আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর সঙ্গী। এর দ্বারা আমার (বলার) উদ্দেশ্য হলো প্রথমত সেই গুহার কবর যেখানে তিনি উৎকণ্ঠিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির ন্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন আর দ্বিতীয়ত সেই কবর যা মদিনায় সৃষ্টির সেরা (সা.)-এর কবরের সাথে সন্নিবেশিত। তাই আবু বকরের মর্যাদাকে অনুধাবন করো, যদি তুমি চিন্তাশীল হয়ে থাক। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাঁর এবং তাঁর খিলাফতের সত্যায়ন করেছেন আর সর্বোত্তম ভাষায় তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণীয় ও প্রিয়ভাজন আর তাঁর সম্মান ও মর্যাদাকে কোনো উন্মাদ ছাড়া অন্য কেউ অসম্মান করতে পারে না। তাঁর খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের ওপর থেকে সকল বিপদাপদ দূর হয়ে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, অপরদিকে তাঁর মহানুভবতায় মুসলমানদের সৌভাগ্য পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। সৃষ্টির সেরা (সা.)-এর সাথে যদি আবু বকর না থাকতেন তাহলে ইসলামের ভিত্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম ছিল।

তিনি ইসলামকে এক দুর্বল ও অসহায় এবং ক্ষীণকায় ও জীর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় পেয়ে নিজে অভিজ্ঞদের ন্যায় এর উজ্জ্বলতা ও সতেজতাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য উঠে দাঁড়ান এবং এক লুণ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায় নিজের হারানো জিনিসের খোঁজে মগ্ন হয়ে যান। এমনকি ইসলাম নিজের সংগতিপূর্ণ উচ্চতা থেকে নিজ কোমল চেহারা ও সৌন্দর্যের সতেজতা আর স্বচ্ছ পানির সুমিষ্টতার দিকে ফিরে এসেছে আর এসবই সেই বিশ্বস্ত বান্দার নিষ্ঠার কারণে (সম্ভব) হয়েছে।

তিনি নিজ আত্মাকে মাটির সাথে মিশিয়েছেন আর অবস্থার পরিবর্তন করেছেন এবং রহমান খোদার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রতিদানের প্রার্থী হন নি। অধিকন্তু এ অবস্থাতেই তার দিন ও রাত কেটেছে। তিনি পচা হাড়ে প্রাণ সঞ্চারকারী, বিপদাপদ অপসরনকারী আর মরুভূমিতে মিষ্টি ফলের গাছগুলোর রক্ষক ছিলেন। তিনি খাঁটি ঐশী সাহায্য লাভ করেছেন আর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার কারণে হয়েছে। এখন আমরা এক খোদার ওপর ভরসা করে কিছু সাক্ষ্যের উল্লেখ করছি যেন তোমাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কীভাবে তিনি প্রবল ঝড়ের(ন্যায়) নৈরাজ্য ও ঝলসে দেওয়া আগুনের বিপদাপদকে নির্মূল করেছেন আর কীভাবে তিনি যুদ্ধে বড় বড় দক্ষ বর্শা নিক্ষেপকারী ও অসিচালকদের ধ্বংস করেছেন। এভাবে তাঁর অভ্যন্তরীণ অবস্থা তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে আর তাঁর আমল তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলীর সত্যতার সাক্ষ্য সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর পুনরুত্থান যেন মুত্তাকীদের ইমাম রূপে হয় আর আল্লাহ্ তাঁর এই প্রিয়দের কল্যাণে আমাদের প্রতি কৃপা করুন। হে আশিস ও অনুগ্রহের মালিক খোদা! আমার দোয়া গ্রহণ করো। তুমি সর্বাধিক দয়ালু এবং দয়ালুদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। (সিররুল খোলাফা, পৃ: ১৮৫-১৮৭)

তিনি (আ.) আরো বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আদর্শ সর্বদা নিজের সামনে রাখো। মহানবী (সা.)-এর সেই যুগের প্রতি লক্ষ্য করো, কুরায়েশের শত্রুরা যখন সকল দিক হতে অনিষ্ট করতে উদ্যত ছিল এবং তারা তাঁকে (সা.) হত্যার ষড়যন্ত্র করে, সেই যুগ মহা পরীক্ষার যুগ ছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বন্ধুত্বের যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দেখা যায় না। এ শক্তি ও বল সততা ও ঈমান ছাড়া লাভ করা মোটেই সম্ভব নয়।

আজ তোমরা যতজন (এখানে) বসে আছো, স্ব স্ব স্থান থেকে একটু চিন্তা করে দেখো যে, এ ধরনের কোনো পরীক্ষা যদি আমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে কতজন রয়েছে যারা সঙ্গ দিতে প্রস্তুত। উদাহরণস্বরূপ, সরকারের পক্ষ থেকেই যদি তদন্ত শুরু করা হয় যে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি কার হাতে বয়আত করেছে তাহলে কয়জন আছে যারা বীরত্বের সাথে এ কথা বলবে যে, আমরা বয়আত গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত? আমি জানি, একথা শুনে কতকের হাত পা অবশ হয়ে যাবে আর তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি ও আত্মীয়স্বজনের কথা তাদের মনে পড়বে যে, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করতে হবে।"

তিনি (আ.) বলেন, বিপদাপদের সময় সঙ্গ দেওয়াই সর্বদা পরিপূর্ণ ঈমানদার লোকের কাজ হয়ে থাকে। এ জন্য ঈমানকে যতক্ষণ মানুষ কার্যত নিজের মাঝে ধারণ না করবে, কেবল মৌখিক দাবিতে কিছু হয় না আর ছলচাতুরীও ততক্ষণ পর্যন্ত দূরীভূত হয় না। কার্যত যখন বিপদাপদের সময় আসে তখন অল্প সংখক লোকই অবিচল থাকে। হযরত ঈসা (আ.)-এর শিষ্যরা শেষ সময়ে, যা তাঁর (আ.) বিপদের সময় ছিল, তাঁকে (আ.) নিঃসঙ্গ রেখে পালিয়ে যায় আর কতিপয় তো তাঁর সামনেই তাঁর প্রতি অভিসম্পাত করে। "

আবার তিনি (আ.) বলেন, "মোটকথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) -এর সততা সেই বিপদের সময় প্রকাশ পায় যখন মহানবী (সা.)-কে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। যদিও কতিপয় কাফেরের মত ছিল তাকে (সা.) দেশান্তর করা, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্ত ছিল তাকে (সা.) হত্যা করা। এমন সময়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর সততা ও নিষ্ঠার সেই আদর্শ প্রদর্শন করেন যা অনন্তকাল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

উক্ত বিপদের সময় মহানবী (সা.)-এর এই মনোনয়নই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সততা এবং চরম বিশ্বস্ততার এক শক্তিশালী প্রমাণ। দেখো! ভারতের ভাইসরয় তথা রাজার গভর্নর যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিশেষ কাজের জন্য নির্বাচন করে তবে তার মতামত সঠিক ও উত্তম হবে, নাকি এক চৌকিদারের (মতামত)? অর্থাৎ ভাইসরয় নির্বাচন করলে তার মতামত সঠিক হবে নাকি এক সাধারণ চৌকিদারের (মতামত)? তিনি (আ.) বলেন, মানতে হবে যে, গর্ভনরের নির্বাচন অবশ্যই উপযুক্ত ও যথার্থ হবে, কেননা যখন সরকারের পক্ষ হতে তাকে সরকারের নায়েব বা সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তার বিশ্বস্ততা, বিচক্ষণতা এবং অভিজ্ঞতার ওপর সরকার ভরসা করেছে বলেই তো সরকার চালানোর দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করা হয়েছে। তথাপি তার সঠিক পরামর্শ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানকে উপেক্ষা করে এক চৌকিদারের নির্বাচন ও মতামতকে সঠিক জ্ঞান করা সমীচীন নয়।

মহানবী (সা.)-এর নির্বাচনের বিষয়টিও এমনই ছিল। তখন তাঁর (সা.) কাছে সত্তর-আশি জন সাহাবী বর্তমান ছিলেন। যাদের মাঝে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাদের সবার মধ্য থেকে নিজের সঙ্গা দেওয়ার জন্য তিনি (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) -কেই নির্বাচন করেন। এতে কী রহস্য অন্তর্হিত আছে? আসল কথা হলো, নবী খোদা তা'লার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং তার জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই আসে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লাই মহানবী (সা.)-কে দিব্যদর্শন এবং এলহামের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন, একাজের জন্য হযরত আবু বকর (রা.)ই সবচেয়ে উত্তম এবং উপযুক্ত। হযরত আবু বকর (রা.) সেই কঠিন সময়ে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী হয়েছেন, এটি খুবই ভয়ানক পরীক্ষার সময় ছিল। "

তিনি (আ.) বলেন, "মোটকথা হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পূর্ণ সঙ্গা দিয়েছেন এবং সওর নামের একটি গুহায় গিয়ে তারা আত্মগোপন করেন। দুষ্ট কাফেররা যারা মহানবী (সা.)-এর কষ্ট দেওয়ার পূর্ণ ছক কষে রেখেছিল, সন্ধান করতে করতে অবশেষে এই গুহা পর্যন্ত পোঁছে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিবেদন করেন, এখন তো এরা একেবারে নাকের ডগায় এসে গেছে এদের কেউ যদি সামান্য নিচের দিকে তাকায় তাহলে সে দেখে ফেলবে আর আমরা ধরা পড়ে যাব। তখন মহানবী (সা.) বলেন, ***'লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা'*** কোনো ভয় পাবে না আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথে আছেন। এই শব্দে গভীরভাবে প্রণিধান কর, এতে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ইন্নাল্লাহা মাআনা, এখানে 'মাআনা'-তে তাঁরা উভয়েই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমার ও আমার উভয়ের সাথে আছেন। আল্লাহ তা'লা এক পাল্লায় মহানবী (সা.)-কে রেখেছেন আর অপর পাল্লায় হযরত আবু বকর (রা.)-কে রেখেছেন।"

দাড়িপাল্লার দুটি পাল্লা থাকে একটিতে মহানবী (সা.)-কে রেখেছেন আর অপরটিতে হযরত আবু বকর (রা.)কে রেখেছেন। এখন উভয়ই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে নিপতিত, কেননা এটি সেই স্থান যেখান থেকে হয় ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হবে অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

শত্রু গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আর বিভিন্ন ধরনের মতামত ব্যক্ত করছে। কেউ বলছে, এই গুহার তল্লাশি করো, কেননা পদচিহ্ন এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তাদের কেউ কেউ বলে, এখানে কোনো মানুষ কীভাবে যেতে পারে অথবা প্রবেশ করতে পারে! মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে, পায়রায় ডিম পেড়ে রেখেছে, এমনই আরো অনেক কথা ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছিল আর তিনি খুবই স্পষ্টভাবে এসব কথা শুনছিলেন। এমন অবস্থায় শত্রুরা [মহানবী (সা.)কে] হত্যা করার উদ্দেশ্যে উন্মাদের ন্যায় এসেছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর উন্নত মর্যাদা দেখো! শত্রু নাকের ডগায় আর তিনি (সা.) তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বলছেন- ***লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা।*** এই বাক্যটি খুব ভালোভাবে প্রকাশ করে যে, তিনি (সা.) একথা উচ্চারণই করেছেন, কেননা এটি আওয়াজের মুখাপেক্ষী। ইঙ্গিতে (একথা) বলা যায়না। বাইরে শত্রুরা সলাপরামর্শ করছে কিন্তু গুহার ভিতরে ভৃত্য ও প্রভুও কথপোকথনে ব্যস্ত । শত্রু কথার আওয়াজ শুনে ফেলতে পারে- এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় নি। এটিই হলো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ঈমানও তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রমাণ এবং খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা। মহানবী (সা.)-এর বীরত্বের জন্য এ দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বীরত্বের জন্য এটি ছাড়াও আরেকটি সাক্ষ্যও রয়েছে।"

তিনি (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.) যখন ইহধাম ত্যাগ করেন এবং হযরত উমর (রা.) তরবারি উঁচু করে বেরিয়ে পড়েন আর বলেন, যে-ই বলবে মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন তাকে আমি হত্যা করব। এহেন পরিস্থিতে হযরত আবু বকর (রা.) খুব বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে কথা বলেন এবং দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন, ***মা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল***, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-ও আল্লাহর রসূলই ছিলেন আর তাঁর পূর্বে যত নবী এসেছিলেন তারা সবাই ইন্তেকাল করেছেন। একথা শুনে তাঁর উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এরপর আরবের বেদুঈনরা মুরতাদ হয়ে যায়। এমনই স্পর্শকাতর সময়ের চিত্র হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে অঙ্কন করেছেন যে, আল্লাহর নবী (সা.)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায় আর এদিকে কতিপয় নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কিছু লোক নামায পরিত্যাগ করে এবং পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে এবং এমন সংকটের সময় আমার পিতা মহানবী (স.)-এর খলীফা এবং স্থলাভিষিক্ত হন। আমার পিতা এমন সব উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হন যা পাহাড়ের ওপর পতিত হলেও পাহাড় ধ্বংস হয়ে যেত।

এখন ভেবে দেখো! বিপদাপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়া সত্ত্বেও সাহস ও মনোবল না হারানো কোনো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এ অবিচলতা 'সিদ্ক' তথা সততা ও বিশ্বস্ততা বৈশিষ্ট্যেরই মুখাপেক্ষীএবং সিদ্দীকই এ (দৃষ্টান্ত)টি প্র দর্শন করেছেন। এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতিকে সামলানো অন্য কারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সব সাহাবী তখন বিদ্যমান ছিলেন। কেউ বলে নি, এটি আমার অধিকার। তারা দেখছিল, আগুন লেগে গেছে। এই আগুনে কে পড়তে যাবে? হযরত উমর (রা.) এ পরিস্থিতিতে হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতে বয়আত করেন। এরপর সবাই একের পর এক বয়আত করে। এটি তাঁর সততা ও নিষ্ঠাই ছিল যা এই নৈরাজ্য দমন করেছে এবং সে সব নৈরাজ্যবাদীকে ধ্বংস করেছে। মুসায়লামার সাথে এক লক্ষ লোক ছিল এবং তাদের বিষয়টি হালাল ও হারাম না মানার বিষয় ছিল। তার হালাল ও হারামকে তুচ্ছজ্ঞানকারী বিষয়গুলো দেখে লোকেরা তার মতাদর্শে যুক্ত হতে থাকে। কিন্তু খোদা তা'লা তার সাথে থাকার প্রমাণ দিয়েছেন এবং সকল বিপদাপদকে সহজ করে দিয়েছেন।"

(মালফুযাদ. ১, খণ্ড, পৃ: ৩৭৪-৩৭৯)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আমি জানি, কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন ও মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত (তার মাঝে) আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা.)-এর ন্যায় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হবে। তাঁরা দুনিয়াকে ভালোবাসতেন না, বরং নিজেদের জীবনকে তারা খোদা তা'লার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।"

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৯৪)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আল্লাহর কসম! সিদ্দীকে আকবর খোদার সেই বীরপুরুষ যাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বিশেষত্বের অনেক পোশাক দান করা হয়েছে। (অর্থাৎ অনেক বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে)। আল্লাহ তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি বিশেষ পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁকে সঙ্গা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁকে মূল্যায়ন করে তাঁর গুণগান গেয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি অন্য সব নিকট আত্মীয়কে পরিত্যাগ করা পছন্দ করেছেন কিন্তু প্রিয় নবী (সা.)-এর সাথে বিচ্ছেদ তাঁর জন্য অসহনীয় ছিল। তিনি নিজ মুনিবকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর কাছে ছুটে এসেছেন। পরম আগ্রহের সাথে তিনি নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন এবং হৃদয়ের সব কামনা বাসনাকে নিজ পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে সঙ্গা দেওয়ার জন্য ডাকলে তিনি লাব্বায়েক বলে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আবার জাতি যখন মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র করে তখন মহা প্রতাপান্বিত খোদার প্রিয় নবী (সা.) তার কাছে গিয়ে বলেন, আমাকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তুমিও আমার সাথে হিজরত করবে আর আমরা একসাথে এই জনপদ থেকে বের হব। অতএব একথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আলহামদুলিল্লাহ্ পড়েন, কেননা এমন সঙ্কটময় অবস্থায় তিনি মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি শুরু থেকেই নির্যাতিত নবী (সা.)-কে সাহায্য করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এক পর্যায়ে সেই সুযোগ চলে আসে আর তখন তিনি এই চরম উৎকণ্ঠা ও বিপদের সময় পরম আন্তরিকতা ও এক দুর্বার উম্মাদনার সাথে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গা দিয়েছেন এবং হত্যাকারীদের হত্যার ষড়যন্ত্রে ভীত হন নি। অতএব সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সুদৃঢ় কুরআনের আয়াতের আলোকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। তাঁর সাধু হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত এবং তাঁর সততা ও নিষ্ঠা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তিনি পরকালের নেয়ামত পছন্দ করেছেন এবং পার্থিব চাকচিক্য ও ভোগবিলাসকে পরিত্যাগ করেন। অন্য কেউই তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বে উপনীত হতে পারে না।"

তিনি (আ.) বলেন, "তুমি যদি প্রশ্ন কর, আল্লাহ্ খিলাফতের ধারা সূচিত করার জন্য তাকে কেন বেছে নিলেন? এছাড়া অতিশয় দয়ালু খোদার

এহেন কাজের পেছনে রহস্যই বা কী ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (খোদা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও নিজ সন্তুষ্টির ছায়ায় রাখুন) এক অমুসলিম জাতির মধ্য থেকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হৃদয় নিয়ে তখন ঈমান এনেছেন যখন তিনি (সা.) একেবারেই একা ছিলেন আর চারিদিকে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। ঈমান আনার পর তিনি বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সয়েছেন। স্বজাতি, আত্মীয়স্বজন, নিজ গোষ্ঠি ও ভাই-বন্ধু সবাই তাকে অভিসম্পাত করেছে। রহমান খোদার পথে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। যেভাবে জীন ও মানবের নবী বহিষ্কৃত হয়েছেন সেভাবে তিনিও স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। শত্রুর পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট এবং বন্ধুদের পক্ষ থেকে তিনি অনেক অভিসম্পাত ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি (রা.) তার সম্পদ ও জীবনের বাজি রেখে মহাসম্মানিত প্রভুর পথে জিহাদ করেছেন। তিনি আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের মাঝে লালিতপালিত হওয়া সত্ত্বেও সাধরণ লোকের মতো জীবনযাপন করেছেন। খোদার খাতিরে তিনি বিতাড়িত হন এবং খোদার পথে তাঁকে দুঃখ দেওয়া হয়। তিনি আল্লাহর পথে নিজ সম্পদ দিয়ে জিহাদ করেছেন। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য লাভের পর তিনি গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তির মত হয়ে যান। তার অতীত দিনগুলোর প্রতিদান দিতে এবং তাঁর যে ক্ষতি হয়েছে এর তুলনায় উত্তম দানে ভূষিত করতে আর খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে তিনি যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এর জন্য আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেন। আল্লাহ্ পুণ্যবান মানুষের প্রতিদানকে কখনোই নষ্ট করেন না। তার প্রভু তাকে খলীফা মনোনীত করেন, তার জন্য তার নামকে সমুন্নত করেন এবং তার মনস্তুষ্টি করেন। এছাড়া নিজ কৃপা ও দয়ায় তিনি তাকে সম্মানিত করেন এবং তাকে আমীরুল মু'মিনীন নিযুক্ত করেন।" (সিররুল খোলাফা, পৃ: ৬৩-৬৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.), হযরত যুন্নুরায়েন তথা উসমান (রা.) এবং হযরত আলী মর্তুজা (রা.) এঁরা সবাই আসলে ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন- এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা একান্ত আবশ্যক।

ইসলামের দ্বিতীয় আদম হযরত আবু বকর (রা.) আর অনুরূপভাবে হযরত উমর ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) যদি সত্যিকার অর্থেই ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত না হতেন তাহলে আজ আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের কোনো একটি আয়াতকেও আল্লাহর পক্ষ থেকে (একথা) বলাটা কঠিন ছিল।

(মাকতুবাতে আহমদ, ২য় খণ্ড,পৃ: ১৫১)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় আদম। সেই যুগেও মুসায়লামা অন্যায়ভাবে লোকদেরকে একত্রিত করে রেখেছিল এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা মনোনীত হন। অতএব মানুষ অনুভব করতে পারে, কিরূপ কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকবে। তিনি যদি দৃঢ়চিত্ত না হতেন এবং মহানবী (সা.)-এর ঈমানী রং যদি তার ঈমানে না থাকত তাহলে খুবই কঠিন হতো আর তিনি ঘাবড়ে যেতেন। কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ যেভাবে মহানবী (সা.)-এর ছায়া ছিল তিনিও তেমনই ছিলেন। তার ওপর মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল আর তাঁর হৃদয় দৃঢ় বিশ্বাসের জ্যোতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এ জন্যই তিনি সেই সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন যার দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.)-এর পর খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর (রা.) জীবনের ওপরই ইসলামের জীবন নির্ভর করছিল। এটি এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার কোনো প্রয়োজনই নেই। সেই যুগের অবস্থা সম্পর্কে পড়ে দেখ আর এরপর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের যে সেবা করেছেন তা অনুমান করে দেখ। আমি সত্যি করে বলছি, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম ছিলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহানবী (সা.)-এর পর যদি আবু বকর (রা.)-এর সত্তা না থাকত তাহলে ইসলামও থাকত না। আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অনেক বড় অনুগ্রহ হলো, তিনি ইসলামকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজ ঈমানী শক্তিবলে তিনি সমস্ত বিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি সত্য খলীফার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব সেভাবেই এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত সিদ্দীকের খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে আর স্বর্গ ও মর্ত্য কার্যত এর সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এই হলো সিদ্দীকের সংজ্ঞা, অর্থাৎ তাঁর মাঝে এমন উচ্চ মান ও উৎকৃষ্টপর্যায়ের সততা হওয়া বাঞ্ছনীয় যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান শিঘ্রই হয়ে যায়।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮০-৩৮১)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর হাজার হাজার মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়, যদিও তাঁর (সা.) যুগেই প্রচারণা পূর্ণতা লাভ করেছিল। তখন এই ধর্মত্যাগের বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, কেবল এমন দুটি মসজিদ অবশিষ্ট ছিল যেখানে নামায পড়া হতো। অন্য আর কোনো মসজিদেই নামায পড়া হতো না। এরাই সে সমস্ত লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا (আল হুজরাত: ১৫)। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকরের মাধ্যমে পুনরায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেন আর (এভাবে) তিনি দ্বিতীয় আদম হয়েছেন।

আমার দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর পর এই উম্মতের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন হযরত আবু বকর (রা.)। কেননা তার যুগেই চার জন মিথ্যা নবী দাবি করেছিল। মুসায়লামার সাথে এক লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল আর তাদের নবী তাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছিলেন কিন্তু এমন বিপদের সময়ও ইসলাম নিজ অবস্থানে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত উমর (রা.) তো সবকিছু প্রস্তুতকৃতই পেয়েছিলেন আর এরপর তিনি এর প্রসার ঘটাতে থাকেন। এভাবে ইসলাম আরবের সীমানা পেরিয়ে সিরিয়া ও রোম পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর এসব দেশ মুসলমানদের দখলে চলে আসে। অন্য কাউই হযরত আবু বকর (রা.)-এর ন্যায় বিপদের সম্মুখীন হন নি, হযরত উমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.)ও না।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৭৭-২৭৮)

তিনি (আ.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে লাঞ্ছিত হবে সে-ই পরিশেষে সম্মান ও প্রতাপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। আবু বকরকেই দেখ! লাঞ্ছনাকে যিনি সর্বপ্রথম মাথা পেতে নিয়েছেন তিনিই সর্বাগ্রে (খিলাফতের) আসনে সমাসীন হয়েছেন।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪১)

তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে কি এমন উদাহারণ ও দৃষ্টান্ত কম রয়েছে যে, তাঁর পথে যারা নিহত হয়েছে ও মৃত্যু বরণ করেছে তাদের অমর হওয়ার প্রমাণ পৃথিবীর প্রতিটি কণায় পাওয়া যায়? হযরত আবু বকর (রা.)কেই দেখ! আল্লাহর পথে তিনি সবচেয়ে বেশি উজাড় করে দিয়েছেন বিনিময়ে তাকে দেওয়াও হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ফলে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খলীফা আবু বকর (রা.)ই হয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, অনেকে এ ধারণাও করে থাকতে পারে যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে জগতকে পরিত্যাগ করে আমরা কি নিজেদের ধ্বংসে মুখে পতিত করব? কিন্তু এটি তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা, বাস্তবে কেউ ধ্বংস হবে না। হযরত আবু বকর (রা.)কেই দেখ, তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করেছেন বিনিময়ে তিনি সর্বপ্রথম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" (মালফুযাত, ৬ ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৯)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "তোমাদের কাছে এ দলিলটি সুস্পষ্ট করার জন্য বিস্তারিত বিবরণের যে সম্পর্ক রয়েছে তা হলো, হে বুদ্ধিমান ও পুণ্যবান লোকেরা জেনে রাখো! আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত মুসলমান পুরুষ ও নারীর সাথে এসব আয়াতে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর কৃপা ও দয়ায় তাদের মধ্যে থেকে মু'মিনদেরকে অবশ্যই খলীফা মনোনীত করবেন। আয়াতে ইস্তেখলাফ তথা খিলাফত-সংক্রান্ত আয়াত সম্পর্কে তিনি (আ.) একথাই বলছেন। এছাড়া তাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে অবশ্যই শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন। এ বিষয়ের পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন প্রমাণ হিসেবে আমরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকেই দেখতে পাই। কেননা গবেষকদের কাছে এ বিষয়টি যেভাবে গুপ্ত নয় যে, তাঁর খেলাফতকাল ভয়ভীতি ও বিপদাপদের সময় ছিল, তাই মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বিপদাপদের পাহাড় ভেঙে পড়ে। তিনি (আ.) বলেন, অনেক মুনাফেক মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুরতাদদের জিহ্বাও লম্বা হয়ে যায় আর মিথ্যাবাদীরা নবুওয়্যতের দাবি করে বসে এবং অধিকাংশ বেদুঈন গিয়ে তাদের দলে যোগ দেয়। এভাবে মুসায়লামা কাজ্জাবের সাথে প্রায় এক লক্ষ অজ্ঞ ও দুরাচারী লোক যুক্ত হয়। নৈরাজ্য ফুঁসে ওঠে, সমস্যাদি বৃদ্ধি পায়, বিপদাপদ দূর ও কাছের সবকিছু কেই পরিবেষ্টন করে নেয় এবং মু'মিনদের ওপর এক চরম অস্থিরতা ছেয়ে যায়। সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর ভয়ঙ্কর ও কাণ্ডজ্ঞান লোপকারী অবস্থা দেখা দেয়। মু'মিনরা এতটা নিরুপায় ছিল যেন তাঁদের অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা তাদেরকে যেন ছুরি দিয়ে জবাই করা হয়েছে। কখনো তারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরহে আবার কখনো সেই অরাজকতার কারণে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল যা ভস্মকারী অগ্নি রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। শান্তির কোনো নামগন্ধও ছিল না। নৈরাজ্যবাদীরা ময়লার স্তূপে গজিয়ে ওঠা ঘাসের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মু'মিনদের ভয়ভীতি ও আতঙ্ক অনেক বেড়ে গিয়েছিল আর (তাদের) হৃদয় ত্রাস ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ ছিল। এমন স্পর্শকাতর মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা.)-কে যুগের হাকেম এবং খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর খলীফা মনোনীত করা হয়। মুনাফেক, কাফের ও মুরতাদদের চালচলন ও রীতিনীতি দেখে তিনি (রা.) দুঃখের সাগরে ডুবে যেতেন। শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তিনি (রা.) বিরামহীনভাবে কাঁদতেন আর তাঁর

অশ্রুধারা প্রবাহমান ঝর্ণার মত বইতে থাকত এবং তিনি (রা.) ইসলাম ও মুসলমানদের মঙ্গালের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মিনতি ক রতেন। এভাবে খোদার সাহায্য এসে যায় এবং মিথ্যা নবীকে হত্যা আর মুরতাদদের ধ্বংস করা হয়। এছাড়া নৈরাজ্য দূরীভূত করা হয়, বিপদাপদ অপসৃত হয়, সমস্যার সমাধান হয়, খিলাফতের বিষয়টি সু দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় বদলে দেন এবং তাদের জন্য তাদের ধর্মকে দৃঢ়তা দান করেন, এক জগতকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন,নৈরাজ্যবাদীদের মুখে কালিমা লেপে দেন, নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, তাঁর বান্দা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে সাহায্য করেন, বিভিন্ন বিদ্রোহী নেতা ও প্রতিমা ধ্বংস করেন এবং কাফেরদের হৃদয়ে এমন ভীতির সঞ্চার করেন যে, তারা পশ্চাৎপদ হয়ে অবশেষে (কুফরী) পরিত্যাগ করে তওবা করে আর এটিই ছিল কাহ্‌হার খোদার প্রতিশ্রুতি। তিনি সকল সত্যবাদীর তুলনায় সর্বাধিক সত্যবাদী। অতএব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো! হযরত আবু বকরের সত্তায় কত স্পষ্টভাবে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি সমস্ত অনুষঙ্গ ও লক্ষণসহ পূর্ণ হয়েছে।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো! তাঁর খলীফা হওয়ার মুহূর্তে মুসলমানদের কী অবস্থা ছিল? বিপদাপদের দরুন ইসলাম অগ্নিদগ্ধ মানুষের ন্যায় নাজুক অবস্থায় ছিল। পুনরায় ইসলামকে আল্লাহ্ তা'লা এর শক্তি ফিরিয়ে দেন এবং গভীর কূপ থেকে উদ্ধার করেন আর মিথ্যা নবুওয়্যতের দাবিদাররা ভয়ঙ্কর শাস্তি পেয়ে মারা পড়েছে এবং মুরতাদদের চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হত্যা করা হয়েছে।"

তিনি (আ.) বলেন, "মু'মিনদেরকে তিনি সেই ভয়ভীতির অবস্থা থেকে (উদ্ধার করে) প্রশান্তি দান করেন যাতে তারা মৃতবৎ ছিল। এই কষ্ট দূর হবার পর মু'মিনরা আনন্দিত হতেন আর হযরত সিদ্দীক (রা.)-কে তাঁরা মোবারকবাদ জ্ঞাপন করত এবং তাঁকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাত আর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করত। তারা তাঁকে এক পবিত্র সত্তা এবং নবীদের ন্যায় (ঐশী) সাহায্যপ্রাপ্ত জ্ঞান করত আর এ সবই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সততা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের দরুন ছিল। "

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ৪৭-৫১)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর ইসলামের কী অবস্থা হয়েছিল আর এতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আরো বলেন, তিনি (রা.) নবী ছিলেন না ঠিকই কিন্তু তাঁর মাঝে রসূলদের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

তাঁর (রা.) নিষ্ঠার কারণেই ইসলামের বাগানে এর প্রকৃত সৌন্দর্য ফিরে আসে আর তিরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হবার পর পুনরায় এটি আড়ম্বরপূর্ণ ও সবুজশ্যামল হয়ে ওঠে এবং নানা ধরণের ফুলে ফুলে এটি সুশোভিত হয় আর এর ডালপালা মলিনতামুক্ত হয়ে যায়। অথচ ইতিপূর্বেই এর অবস্থা এমন এক শবদেহের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল যার জন্য বিলাপ করা হয়েছে। এর অবস্থা দুর্ভিক্ষ কবলিতের ন্যায় ছিল, সমস্যায় জর্জরিতের ন্যায় ছিল এবং জবাইকৃত এমন এক পশুর মত ছিল যার মাংস টুকরো টুকরো করা হয়েছে। এর অবস্থা নানান দুঃখকষ্টে জর্জরিত ও গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে পোড়া এক মানুষের মত ছিল আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা একে সেই সমস্ত সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন এবং এই সকল বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছেন আর অসাধারণ বিস্ময়কর সব সাহায্য ও সহায়তার মাধ্যমে একে সমর্থন জুগিয়েছেন। এভাবে ইসলাম নিজ পরাজয় ও ধুলো মলিনতার পর রাজাবাদশাদের নেতা এবং সাধারণ মানুষের অভিভাবক হয়ে যায়। ফলে মুনাফেকদের মুখে তালা লাগে যায় আর মু'মিনদের উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন প্রতিটি মানুষই তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা এবং আবু বকর (রা.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ৫২)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামকে এমন একটি দেওয়ালের মতো পেয়েছেন যা চরম দুরাচারীদের দুষ্কৃতির ফলে ধসে পড়ার উপক্রম ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার (রা.) হাতে একে এমন এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেন যার প্রাচীর লৌহ নির্মিত আর যাতে কৃতদাসের ন্যায় সেনাদল আছে। অতএব তুমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ, এতে কি তোমার সন্দেহের অবকাশ আছে অথবা তুমি কি কোনো অন্য জাতিতে এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পার?" (সিররুল খোলাফা, পৃ: ৫৪)

আবার তিনি (আ.) বলেন, তিনি (রা.) একজন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী, সাধু, খুবই নম্র স্বভাবসম্পন্ন ও খুবই দয়াদ্র প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন আর অত্যন্ত বিনয় ও দারিদ্র্যের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। খুবই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী এবং স্নেহভালোবাসা ও কৃপার মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

তাঁর ললাটের জ্যোতি দেখেই তাঁকে চেনা যেত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা.)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর আত্মার সাথে তাঁর আত্মা একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই জ্যোতিই তাঁকে ঢেকে রেখেছিল যা তাঁর মুনিব ও নেতা এবং খোদার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আচ্ছাদন করে রেখেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জ্যোতির মনোহর ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর মহান কল্যাণের আশ্রয়ে আশ্রিত ছিলেন। কুরআনের ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং নবীনেতা, মানবতার গর্ব মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণের ক্ষেত্রে তিনি সব মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। তার সামনে পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ এবং ঐশী রহস্যাবলী উন্মোচিত হওয়ার পর তিনি সমস্ত জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে আর দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে স্বীয় প্রেমাস্পদের রঙে রঙ্গীন হয়ে যান। এছাড়া শুধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের খাতিরেই নিজের সব চাওয়া পাওয়াকে জলাঞ্জলি দেন এবং সকল প্রকার জাগতিক কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে তাঁর আত্মা এক পরম সত্য ও এক-অদ্বিতীয় খোদার রঙে রঙ্গীন হয়ে যান আর বিশ্ব প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজেকে তিনি বিলীন করে দেন। সত্যিকারের ঐশী প্রেম যখন তাঁর সব শিরা-উপশিরা ও হৃদয়ের গভীরতম স্থান এবং অস্তিত্বের প্রতিটি কণায় স্থান করে নেয় আর তাঁর কথা ও কাজ এবং ওঠা ও বসায় তাঁর জ্যোতি প্রকাশিত হয় তখন তিনি 'সিদ্দীক' নামে ভূষিত হন আর সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা খোদার দরবার থেকে তাঁকে অনেক বেশি সতেজ ও গভীর জ্ঞান দান করা হয়। নিষ্ঠা ছিল তাঁর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ও একটি সহজাত বিষয় আর এরই ছাপ ও জ্যোতি তাঁর সব কথা, কাজ, ওঠাবসা এবং সব ইন্দ্রিয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রকাশ পেত। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক খোদার পক্ষ থেকে তাঁকে নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবুয়্যতকে একটি গ্রন্থের সাথে তুলনা করলে তিনি ছিলেন সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র অনুলিপি। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সাহসী লোকদের ইমাম ছিলেন এবং নবীদের গুণাবলীসম্পন্ন মনোনীত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমাদের একথাকে তুমি কোনো অতিরঞ্জন মনে করবে না আর একে তুমি পক্ষপাতমূলক আচরণ ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় জ্ঞান করবে না এবং একে তুমি প্রেমের আতিশয্যও মনে করবে না, বরং এটি সেই বাস্তব সত্য যা আমার কাছে সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া জাগতিক উপায়-উপকরণের দিকে বেশি মনোযোগী না হয়ে সর্বাধিপতি খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যাবতীয় আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের রসূল ও মনিব (সা.)-এর ছায়াস্বরূপ ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তাঁর এক চিরস্থায়ী সম্বন্ধ ছিল আর এ কারণেই তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে অতি অল্প সময়ে এমন সব আশিসে ভূষিত হয়েছেন যে, অন্যরা তা সুদীর্ঘ কালক্ষেপণ এবং সুদূর পথ পাড়ি দিয়েও লাভ করতে পারে নি। তুমি জেনে রাখো, কোনো ব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্যের কারণেই কল্যাণরাজি লাভ হয়ে থাকে। নিখিলবিশ্বে আল্লাহ্‌র নিয়ম এভাবেই কাজ করছে। অতএব যে ব্যক্তিকে স্থায়ী বন্টনকারী আল্লাহ্ ওলী ও সূফীদের সাথে বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য দান করা না হলে এটিই সেই বঞ্চনা যা মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে হতভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য নামে অভিহিত। সেই ব্যক্তিই পরম ও চরম সৌভাগ্যবান যে খোদার বন্ধুর বিভিন্ন অভ্যাসকে আয়ত্ব করে, এমন কি সে প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ এবং সব রীতিনীতিতে মহানবী (সা.)-এর সাথে সদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। দুর্ভাগা লোকেরা তো এই চরম উৎকর্ষের বিষয়টি বুঝতেই পারে না। যেভাবে একজন জন্মান্ধ রং ও অবয়ব দেখতে পায় না সেভাবে এক হতভাগার অদৃষ্টে তো খোদার ভীতি ও ত্রাসপূর্ণ বিভিন্ন নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই জুটে না। কেননা তার প্রকৃতি রহমতের নিদর্শন দেখার যোগ্যতা রাখে না, আকর্ষণ ও প্রেমের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে না। নিষ্ঠা, কল্যাণকামিতা, ভালোবাসা ও হৃদয়ের বিশালতা কাকে বলে তা সে জানেই না,কেননা প্রকৃতিগতভাবেই সে রাশি রাশি অন্ধকারে ভরা [অর্থাৎ যে অন্ধ] তার ওপর কল্যাণরাজির জ্যোতিকীভাবে অবতীর্ণ হবে? বরং দুর্ভাগার প্রবৃত্তি তো প্রবল ঝড়ের তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গায়িত হয় আর তার আবেগ অনুভূতি তাকে সত্য ও বাস্তবতা দেখা থেকে তাকে বিরত রাখে। এজন্য সে সৌভাগ্যবান লোকদের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সত্যের দিকে অগ্রসর হয় না। অথচ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সৃষ্টিই করা হয়েছে কল্যাণের উৎসের প্রতি নিবিষ্ট হওয়া এবং রহমান খোদার রসূল(সা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বৈশিষ্ট্য দিয়ে। নবুয়্যতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যোগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.)-এর খলীফা হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তার অনুসৃত

খুতবারং শেষাংশ শেষের পাতায়..

ওয়াকফাত নও (ছেলেদের) ক্লাস

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর হাদীস উপস্থাপন করা হয়।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- "যখন আল্লাহ্ তা'লা কোনও বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাইল (আ.) কে ডেকে বলেন, আল্লাহ্ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তাই জিবরাইল(আ.)ও তাকে ভালবাসে। তিনি (আ.) তখন স্বর্গলোকে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ্ তা'লা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন স্বর্গবাসীরাও তাকে ভালবাসতে শুরু করে। এইরূপে পৃথিবীতেও সে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। "

এরপর কমর আহমদ খান হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেন: 'আঁ হযরত (সা.) -এর সঙ্গে সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে মুনাফিকরা শেষমেশ ঈমান থেকে বঞ্চিতই থাকে। তাদের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা ও নিষ্ঠা তৈরী হয় নি। সেই কারণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তাদের কোনও উপকারে আসে নি। অতএব, এই সম্পর্ক বিস্তার অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কোনও অনুসারী যদি এই সম্পর্ক বন্ধনকে শক্তিশালী না করে কিম্বা এক্ষেত্রে তার কোনও প্রচেষ্টা না থাকে, তবে কোনও দুঃখ প্রকাশ বা হা হুতাশ কোনও কাজে আসবে না। নিষ্ঠা ও ভালবাসার সম্পর্কে ক্রমশ উন্নতি করা উচিত। যতদূর সম্ভব হয় সেই ব্যক্তি (পথপ্রদর্শক)-র গুণাবলী, ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরী করা উচিত। মানুষের অন্তরাত্মা দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এটা প্রবঞ্চনা মাত্র, জীবনের কোনও ভরসা নেই। কালক্ষেপ না করে ধার্মিকতা ও ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্ম পর্যালোচনা করা উচিত। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ৫)

এরপর ওয়াকফীনে নও সদস্যরা হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করার অনুমতি পায়।

নুমান আহমদ ফরিদ প্রশ্ন করে যে, আমার লেখা অনেক চিঠির উত্তরে হুযুর আমাকে এই উপদেশ দান করেছেন যে, নামাযের বিষয়ে নিয়মানুবর্তীতা ও কুরআন করীমের তিলাওয়াত সফলতার চাবিকাঠি। কিন্তু এলন মাস্ক এবং জেফ বেজোস-এর মত ব্যক্তি, যারা নামায পড়ে না যিকরে ইলাহি করে না, তারা কিভাবে এতটা সফল ও ধনী হয়ে উঠল?

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আপনি কি জানেন আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। আমি বিগত খুতবাতেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই সব বস্তুবাদিদের জীবনের উদ্দেশ্য হল পৃথিবীতে এক উচ্চ স্থান অর্জন করা। আল্লাহ্ তা'লা যখন আদমকে সৃষ্টি করেন, সেই সময় শয়তান আদমকে সিজদা করতে অস্বীকার করে। কারণ ছিল তার অহংকার ও জাগতিক বাসনা। এরপর সে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে যে, অধিকাংশ মানুষ তাকে অনুসরণ করবে আর সে তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিপথে চালিত করবে। আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে, তুমি এমনটি করতে পারবে না, বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন কিছু মানুষ এমন হবে যারা পুণ্যবান হবে, তারা আমার নবীগণকে গ্রহণ করবে। যদিও তাদের সংখ্যা কম হবে, কিন্তু অবশেষে তারাই জয়ী হবে, তোমরা তাদের উপর জয়ী হতে পারবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জাগতিক কামনা-বাসনার পিছনে চলা আপনাদের কাজ নয়, আপনাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করা আর একজন মোমেন মুত্তাকি সব সময় মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা করে। কেননা পুণ্যবান মানুষরা পরকালে প্রতিদান পাবে আর বস্তুবাদিরা এই পৃথিবীতেই প্রতিদান পাবে। এই কারণেই নবী করীম (সা.) বলেছেন, তাদের ডান চক্ষু অন্ধ, ধর্মীয় চোখটি অন্ধ। তাদের বাম চক্ষু কাজ করছে যাতে তারা জাগতিক বিষয়াদিতে উন্নতি করে। তাই আপনার বাসনা যদি কেবল জাগতিক স্বার্থ লাভ হয়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ এবং ইসলাম ত্যাগ করে যা কিছু করতে পারেন। কিন্তু যদি আপনার এই বিশ্বাস থাকে যে, মৃত্যুর পরও একটি জীবন আছে আর সেটি হল শ্বাশ্বত জীবন, তবে আপনি আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ইহকালে এবং পরকালেও লাভ করবেন। আপনি কি স্কুলে যাচ্ছেন না? আপনি কি পড়াশোনায় ভাল? জাগতিক চাহিদা মেটাতে আপনাকে কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? আপনি প্রতি দিন খাবার পাচ্ছেন, সকালের, দুপুরের ও রাতের খাবার খাচ্ছেন, ভাল কাপড় পরে আছেন। জাগতিক প্রয়োজনের সব কিছুই আপনার হাতের নাগালে রয়েছে আর আপনি দোয়া করছেন।

হুযুর তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে ভবিষ্যতে কি হতে চায়? ছেলেটি উত্তর দেয়, সে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, অতএব, আপনি যদি নিজের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন, তবে এর অর্থ হল আপনি নিজের জাগতিক চাওয়া পাওয়া অর্জন করে ফেলেছেন। অধিকন্তু প্রতিদিন পাঁচ বার নামায পড়া, আল্লাহ্র কাছে দোয়া চাওয়া এবং তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য পরকালেও প্রতিদান লাভ করবেন। কিন্তু তারা এই সব কিছু কখনই লাভ করবে না। তাই এখন এটা আপনার হাতে, আপনাকেই বেছে নিতে হবে। আপনি উভয় প্রতিদান চান নাকি কেবল একটি, কেবল ইহজগতে প্রতিদান চান নাকি পরকালের প্রতিদানও। তাই আমরা তাদের থেকে ভাল। তারা কেবল জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জন করছে মাত্র। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইহকালেও এবং পরকালেও প্রতিদান দিবেন। অতএব, জগত অর্জন করা আমাদের লক্ষ্য নয়, মোমেনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করা। আর আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনের জন্য আপনাকে আধ্যাত্মিক মানোন্নয়ন এবং মানবতার সেবার জন্যও পরিশ্রম করতে হবে।

প্রশ্ন: ওয়াকীনে নওদেরকে কোন পেশা বা বিশেষ কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করা উচিত? তাদেরকে কি নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে জামাতের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনার ব্যক্তিগত আগ্রহ কিসে? আপনি যদি জামাতকে সাহায্য করা, মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মাণ এবং ভাল জায়গায় প্লট কিনে দেওয়ার জন্য রিয়েল স্টেট এজেন্টের পেশা নির্বাচন করেন, তবে আপনার জন্য খুব ভাল হবে।

আপনি ওয়াকফে নও, ওয়াকফে নও-এর অর্থ হল আপনাকে আল্লাহ্র পথে কাজ করতে হবে। ওয়াকফে নও হওয়ার কারণে আপনার সর্বাধিক প্রাধান্য হওয়া উচিত সেই পেশা নির্বাচন করা যা জামাতের জন্য বেশি উপযোগী। আপনার যদি মনে হয় যে, আপনি এই কর্তব্য পালন করতে পারবেন না আর ওয়াকফের এই শর্তটি পূরণ করতে পারবেন না, তবে অন্য যা কিছু ভাল হয় করুন, কিন্তু এর জন্য আপনাকে মরকয থেকে অনুমতি নিতে হবে। আমাকে লিখে জানান, আমি বলে দিব। কিন্তু আপনি যদি রিয়েলস্টেট এজেন্ট হতে চান, তবে অন্ততপক্ষে আপনি ধর্ম সম্পর্কে শিখুন, নিজের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, নামায পড়ুন, কুরআন পড়ুন, কুরআনের অর্থ শিখুন আর ইসলামের তবলীগ করুন। নিজের ব্যবসার সময়ও আপনি তবলীগ করতে পারেন। অনেক মানুষ আপনার কাছে আসবে। তাই সব সময় মনে রাখবেন, আপনি সরাসরি জামাতের অধীনে কাজ করেন বা পরোক্ষভাবে যেখানেই কাজ করেন, আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র বাণী প্রচার করা। আপনাকে আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ পালন করতে হবে আর ধর্ম সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করতে হবে আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন: রামিয মির্যা নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, আমি নামায পড়ার এবং তিলাওয়াত করার পুরো চেষ্টা করি, কিন্তু অধিকাংশ সময় এটা এজন্য করি যে এটা করতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, এজন্য না যে এটা আমার পছন্দ। এগুলিতে ভালবাসা এবং আনন্দ অনুভব করতে কিভাবে শিখব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি ফজরের নামায পড়তে কতটুকু সময় খরচ করেন? নামায পড়ার সময় কি কখনও সিজদায় আল্লাহ্র সামনে অশ্রুপাত করার সুযোগ হয়েছে? নামায পড়ার সময় কখনও কি আপনি মনে মনে প্রশান্তি লাভ করেছেন? সবসময় একই মানের নামায হবে এমনটাও জরুরী নয়। এতেও উত্থান-পতন মানব প্রবৃত্তির অংশ, কিন্তু আপনি যদি একবার নামায পড়ার আনন্দ অনুভব করে থাকেন, তবে আমার মনে হয় না আপনার এই ধরণের প্রশ্ন করা উচিত। আপনি বলছেন, আপনি নামায পড়েন, আপনি সিজদায় আনন্দ অনুভব করেছেন, প্রশান্তি লাভ করেছেন, কখনও কি এমনটা হয়েছে যে, নামাযের পর মনের মধ্যে এক শান্তি বিরাজ করছে?

ছেলেটি উত্তর দেয় যে, প্রশান্তি অনুভব নিশ্চয় করি, কিন্তু অধিকাংশ সময় মনে হয় আমি যেন এই সব বাধ্য হয়ে করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি দিনের সমস্ত নামাযের জন্য সর্বাধিক ৪০-৪৫ মিনিট ব্যয় করেন। অথচ হোমওয়ার্ক এবং স্কুলের পর নিজের পড়াশোনার জন্য আপনি দিনে ২,৩, বা ৪ ঘন্টা খরচ করেন। তাই আপনি একথা বলতে পারবেন না যে আপনি নিজের নামাযের প্রতি সুবিচার করছেন। এটা একটা প্রক্রিয়া যার জন্য সময় লাগবে। আপনি নামায চলাকালীন সিজদায় এই দোয়া করবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনার আধ্যাত্মিক মর্যাদা উন্নীত করেন, আপনাকে আন্তরিক প্রশান্তি দান করেন আর তাঁর নৈকট্য দান করেন। এভাবে আপনি যদি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে থাকেন তবে, তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকেন, তখন দেখবেন

আপনি একদিন বেশি প্রশান্তি অনুভব করবেন। এটি চলমান একটি প্রক্রিয়া। নবীগণও ২৫ বছরে নয়, বরং ৪০ বছরে নবুয়তের মর্যাদা লাভ করে থাকেন। তাই আপনাকে অবিচল থাকতে হবে। একদিন আপনি অনুভব করবেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তৈরী হয়েছে, আপনি তাঁর নিকট দোয়া না চেয়ে থাকতে পারবেন না।

আব্দুল মুকীম খান নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, জামেয়াতে ভর্তির প্রস্তুতির জন্য আমার কি প্রস্তুতি হওয়া উচিত? জামেয়ায় যাওয়ার ইচ্ছে পুরণের জন্য কোন কোন দোয়া পাঠ করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি কি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন? আপনি নামাযের অর্থ জানেন, একজন ভাল মুরুব্বী হওয়ার জন্য সিজদায় কি দোয়া করেন? আপনি কি কুরআন পড়তে জানেন, আপনি কি প্রতিদিন কুরআন পাঠ করেন? যদি না হয় তবে প্রতিদিন এক বা দুই রুকু পড়ুন এবং এর অর্থ জানার চেষ্টা করুন। এছাড়া, আপনি কি উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী? হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক থেকে কিছু অংশ প্রতিদিন পড়ার চেষ্টা করুন। 'এসেন্স অফ ইসলাম' বই থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পাঠ করুন। যে বিষয়টি আপনি পড়ছেন সেটিকে ধারণ করার এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। এতে আপনি বুঝতে পারবেন যে ধর্ম কি? সুরা ফাতিহার অর্থ আপনার জানা থাকা দরকার। কুরআন করীম পাঠ করুন। এটি জামেয়ার ছাত্রদের জন্য প্রাথমিকভাবে আবশ্যক। আর আহমদীয়াত সম্পর্কে আপনার মোটের উপর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। আহমদীয়াত সম্পর্কে আপনার আরও বেশি করে জানার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কবে মসীহ হওয়ার দাবি করেছেন, তিনি প্রথম বয়আত কবে গ্রহণ করেছেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি কবে জন্মগ্রহণ করেছেন, আহমদীয়াতের ইতিহাস কি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকা দরকার। সেই সঙ্গে এই দোয়াটিও পড়বেন- رَبِّ اِنِّیۡ لِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ اِلَیَّ مِنۡ خَیۡرٍ فَقِیۡرٌ এই দোয়াটি আমার ভীষণ প্রিয়, আপনারও পড়া উচিত।

সুলতান খলীলুর রহমান নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে জামাতের যুবকদের জন্য উপযোগী কারিগরী দক্ষতা কি হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুবক হোক বা বৃদ্ধ, আপনাকে সবার আগে সকলের জন্য এই দোয়া করা উচিত যে, আপনাদের জীবনে যেন এমন কোনও যুদ্ধ সংঘটিত না হয়, অন্তত সেই যুদ্ধ যেন বিলম্বিত হয়। দ্বিতীয় বিষয় হল, নিজেকে ইসলামের তবলীগের জন্য প্রস্তুত করুন এবং এই সংকল্প করুন যে, বড় হয়ে ইসলামের প্রচার করবেন। আর আপনারা মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হন যে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি আর কিভাবে জীবনযাপন করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত, তবে এই যুদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ রূপে অব্যহতি না পাওয়া গেলেও কিছুকাল বিলম্বিত হতে পারে। আমি পূর্বেও বলেছি, প্রতিটি পরিবারকে বাড়িতে কয়েক মাসের জন্য খাদ্যদ্রব্য মজুত করে রাখা উচিত। যুবকরাও যেন পরিবারকে সাহায্য করে আর আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করে। আপনি যদি জানতে চান যে যুদ্ধ থেকে কিভাবে অব্যহতি লাভ সম্ভব, তবে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন, কেননা এছাড়া আমাদের করার কিছু নেই। জগদ্বাসী যদি নিজেদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে আর নেতারা বোঝার চেষ্টা না করে, তবে আপনি কিছু করতে পারবেন না। কেবল দোয়াই করতে পারেন।

ইব্রাহিম সৈয়্যদ আহমদ নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, আমাদের বন্ধু ও সহপাঠিরা আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে অপছন্দ করে, তারা আমাদেরকে কটাক্ষও করে। আমরা তাদের সামনে নিজেদের সম্মান কিভাবে বজায় রাখব আর কিভাবে নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণকে প্রতিহত করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল আপনাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার। আপনার নিজের সম্পর্কে ধারণা কি? আমরা ঠিক না ভুল? তাদের উপহাসকে ধর্তব্যের মধ্যে এনো না। বরং তাদেরকেই ঘুরিয়ে বল, আমরা তো ঠিক পথে আছি, তোমরা কেন নিজেদেরকে ধ্বংস করছ? আপনাদের মধ্য আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। আমরা যদি সঠিক হই, আর আমরা বিশ্বজয় করার দাবি করছি, তবে চিন্তা কিসের?

রোহান রহমান নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, আমরা যখন খলীফাতুল মসীহর জন্য দোয়া করি, তখন বিশেষভাবে তাঁর জন্য কি দোয়া করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন যুগ খলীফাকে তাঁর কর্তব্য পালনে সাহায্য করেন যাতে যুগ খলীফার কাঁধে আল্লাহ্ তা'লা দ্বারা অর্পিত দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'লা যেন যুগ খলীফাকে শক্তি ও সুস্বাস্থ্য দান করে যাতে সে ইসলাম ও আহমদীয়াতের জন্য পূর্ণ শক্তিতে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারে। এই দোয়া করবেন যে যুগ খলীফার মাথায় যে সব পরিকল্পনা থাকে আল্লাহ্ তা'লার সহায়তায় সেগুলি যেন সর্বোত্তম পন্থায় বাস্তবায়িত হয়। এই দোয়া কর যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে সাহায্যকারী, অথাৎ সুলতানে নাসীর দান করেন। যাতে সাহায্যকারীদের দল যুগ খলীফাকে সাহায্য করতে পারে। এই দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যুগ খলীফার সুলতানে নাসীর করুন, যাতে ওয়াকফে নও হিসেবে আমরা যুগ খলীফার কাজকর্ম, পরিকল্পনা, কর্মসূচি বাস্তবায়নে খলীফাকে সাহায্য করে নিজেদের কর্তব্যও পালনকারী হই।

প্রশ্ন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা আল ওসীয়ত পুস্তিকায় লেখেন, ওসীয়তকারীকে তার সম্পদের সর্বনিম্ন এক-দশমাংশ দান করা উচিত। আমি এখন ছাত্র, আমি এখন ওসীয়ত করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি কি কোন পকেট খরচ পান? ছাত্রদের জন্য নিজেদের পকেট খরচ থেকে ওসীয়ত করার অনুমতি আছে। এছাড়া আপনি যদি একশ বা পঞ্চাশ ডলার হাত খরচ পেয়ে থাকেন, তবে আপনি এর এক-দশমাংশ দিতে পারেন। আর আপনার পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর নিজের বেতন অনুসারে চাঁদা দিবেন। ছাত্ররা নিজেদের পকেট খরচ থেকে ওসীয়ত করতে পারে।

প্রশ্ন: আর্থিক অনটনের সময়ও চাঁদা দানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাকে দেখে বেশ স্বাস্থ্যবান বলে মনে হচ্ছে। আপনি দিনে তিন বার বা কতবার খান? এই তিনবার আপনি তৃপ্তি করে খান। আপনি ওসীয়্যতও করেছেন, কাজও করছেন। আমি আপনার আয় জানতে চাই না, কিন্তু কুরবানী ও ওসীয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। আপনি নিজের খাবারের জন্য প্রতিদিন কত টাকা খরচ করেন?

ওয়াকফে নও খাদিমটি জানায়, সে প্রতিদিন ৫০ ডলার খরচ করে। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, 'বাইরেও খাই আর এতে প্রতিদিন দশ ডলার খরচ করি।।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি বাইরের খাবার না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারবেন। কেননা, আপনার বাড়িতে খাবার আছে। তাই আপনি যদি বাইরের জাঙ্ক ফুডের পিছনে দশ ডলার খরচ না করে তবে প্রতিদিন আপনার দশ ডলার সাশ্রয় হবে। এভাবে ২৫দিনে ২৫০ ডলার সাশ্রয় হবে। আর ১২ মাসে ৩০০ ডলার সাশ্রয় করতে পারবেন। এইভাবে বাইরের খাবার বন্ধ করে আপনি বছরে ৩০০০ হাজার ডলার সাশ্রয় করতে পারেন। তাই আপনি নিজেই বিচার করুন যে, আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় কুরবানী করা আপনার জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? কুরবানীর অর্থ হল নিজের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ত্যাগ করা এবং নিজের পছন্দের জিনিস ত্যাগ করা যাতে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এর থেকে উত্তম প্রতিদান দেন।

আমি কুরবানীর বিষয়ে যুক্তরাজ্যে খুদ্দাম বা আতফালদের ইজতেমায় ভাষণ দিয়েছিলাম। আপনি সেই বক্তব্যটি শুনুন। তাই আপনি যদি কুরবানীর অর্থ ও গুরুত্ব জানেন তবে এই প্রশ্ন করতে পারবেন না যে, আর্থিক অনটনের সময় আমরা কিভাবে চাঁদা দিব? আপনি আপনার জীবন থেকে এক টুকরো রুটিও কম করেন নি। তবে আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে আর্থিক অনটনের মধ্যে আছেন?

মুনার আহমদ নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে Psychokinesis কি সম্ভব? অর্থাৎ কেবল মস্তিষ্কের শক্তি দিয়ে কোন বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার শক্তি লাভ কি সম্ভব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: হ্যাঁ, এটা সম্ভব। এ বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ) তাঁর রচনা ইজালায়ে আওহাম পুস্তকে লিখেছেন। কিন্তু তিনি একথা স্পষ্ট করেছেন যে, এর অর্থ এই নয় যে, সেই ব্যক্তির কাছে কোনও ঐশ্বরিক শক্তি রয়েছে। তিনি বলেছেন, কিছু মানুষ একাগ্রতার শক্তি দিয়ে এমনটি করতে পারে। তারা এই টেবিলটিকেই শুধু নড়াতে পারে না,বরং টেবিলে বসে থাকা মানুষকেও নড়াতে পারে।

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

এক বিশেষ পরিবেশে এবং কেবল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া, আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করতে একত্রিত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একত্রিত হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে।

লাজনাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সব অনুষ্ঠানের অধিকাংশ ধর্মীয় ও জ্ঞানমূলক সভা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এই ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীদেরও স্মরণ থাকে যে, তারা কোনও মেলায় অংশগ্রহণ করতে আসে নি। নিজেদের ইজতেমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা উচিত আর স্থায়ীভাবে ধর্মীয় ও জ্ঞানমূলক মজলিস করুন।

আমাদের পুণ্যের মান সেই স্তর পর্যন্ত উন্নীত করার চেষ্টা করা উচিত যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দেখতে চেয়েছেন।

লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত-এর ২৭তম সালানা ইজতেমা উপলক্ষ্যে হযরত আমীরুল মোমেনীন(আই.) বিশেষ বার্তা

বিগত ২১,২২ ও ২৩ শে অক্টোবর (২০২২) তারিখে কাদিয়ান দারুল আমানে অঙ্গ সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল। ইজতেমায় বিভিন্ন জ্ঞানমূলক ও তরবীয়তমূলক বিষয় নিয়ে বিশেষ অধিবেশন ছাড়াও জ্ঞানমূলক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। কোভিড-১৯এর পর এবছরের বাৎসরিক ইজতেমা পূর্ণ ক্ষমতায় অনুষ্ঠিত হল। সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মেয়েরা বিপুল সংখ্যায় এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। ইজতেমা উপলক্ষ্যে লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারতের জন্য হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশেষ বার্তা প্রেরণ করেন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

ھو الناصر

ইসলামাবাদ (যুক্তরাজ্য)

MA 18-10-2022

লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত-এর প্রিয় সদস্যাবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু

আমি একথা জেনে অতন্ত আনন্দিত হলাম যে, লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত তাদের বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজন করার তৌফিক লাভ করছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই ইজতেমাকে সার্বিক সাফল্য দান করুন এবং আশিসমণ্ডিতকরুন। আমীন।

এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। আমি তাই আপনাদেরকে কয়েকটি উপদেশমূলক কথা বলতে চাই।

এক বিশেষ পরিবেশে এবং কেবল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া, আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করতে একত্রিত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একত্রিত হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে। আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অনুষ্ঠিত কোনও সভা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী বানায় এবং তাঁর জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! জান্নাতের বাগানসমূহে বিচরণের চেষ্টা কর। সাহাবাগণ যখন এর ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে বললেন, জান্নাতের বাগান কি? তখন আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এমন বৈঠকগুলিই হল জান্নাতের বাগান।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

আর যেমনটি আমি প্রায় বলে থাকি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জলসার আয়োজন করে আমাদের জন্য বরকত তথা আশিসের পথ খুলে দিয়েছেন, জান্নাতের বাগানসমূহে বিচরণ করার জন্য এক সুবিশাল ও উন্নত ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন। তাই আমাদের মধ্য থেকে তারা সৌভাগ্য বান যারা এই মজলিস এবং পরিবেশ থেকে উপকৃত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়।

লাজনা ইমাউল্লাহ্র ইজতেমা শুরু হতে চলেছে। লাজনাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সব অনুষ্ঠানের অধিকাংশ ধর্মীয় ও জ্ঞানমূলক সভা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এই ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীদেরও স্মরণ থাকে যে, তারা কোনও মেলায় অংশগ্রহণ করতে আসে নি। নিজেদের ইজতেমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা উচিত আর স্থায়ীভাবে ধর্মীয় ও জ্ঞানমূলক বৈঠক করুন। যথারীতি অনুষ্ঠান না হলেও নিজেদের মজলিসে গল্পগুজব না করে গঠনমূলক আলোচনা করুন এবং অযথা কথাবার্তা এবং নিজেদের সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন। ইজতেমায় যে সব পুণ্যের কথা শোনেন সেগুলি নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করুন যাতে আপানারা আধ্যাত্মিক ও ঈমানী শক্তি লাভ করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন:

"আমি ঈমানসমূহকে সুদৃঢ় করতে এবং খোদা তা'লার অস্তিত্বকে মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেখাতে প্রেরিত হয়েছি। কেননা, প্রত্যেক জাতির ঈমানীয় অবস্থা দূর্বল হয়ে পড়েছে আর পরকালকে শুধু এক কল্পকাহিনী বলে ধারণা করা হয়। ..... অতএব, সত্য এবং ঈমানের যুগকে ফিরিয়ে আনতে এবং অন্তরসমূহে তাকওয়া সৃষ্টি করতে আমি প্রেরিত হয়েছি। অতএব, আমার অস্তিত্বলাভের এটিই কারণ। "

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ২৯১-২৯৪)

অতএব, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করার দাবিদার হিসেবে আমাদের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত যে আমাদের ঈমান কি ক্রমশ দৃঢ়তা লাভের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বিভিন্ন সময় আকুল ও বেদনাতুর হয়ে উপদেশ দান করেছেন যে, তোমরা যারা আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত হিসেবে বিবেচিত হও, আমার বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ঘোষণা কর, আহমদী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার পর যদি তোমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন না আসে, তবে তোমাদের ও অন্যদের মাঝে কোনও পার্থক্য নেই। অতএব, আমাদের পুণ্যের মান সেই স্তর পর্যন্ত উন্নীত করার চেষ্টা করা উচিত যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দেখতে চেয়েছেন। বয়আতের পর ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভালবাসার ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসা অন্য সকল ভালবাসার থেকে বেশি হতে হবে। এটিই খোদা তা'লার অভিপ্রায়। আর খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসার কারণে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় রসুল (সা.)-এর প্রতিও যেন ভালবাসা থাকে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালবাসা থাকে, খিলাফতের প্রতি ভালবাসা থাকে আর নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক ভালবাসা থাকে।

অতএব, আমাদেরকে বিশেষভাবে নিজেদের আত্মসমীক্ষা করা জরুরী, নিজেদেরকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অনুসারে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন

ওয়াস সালাম

খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 19 Jan, 2023 Issue No. 3

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রয়োজন নেই। অতীতে এর প্রয়োজন ছিল ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে এটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন: আমি একজন ওয়াকফে নও, সেই সঙ্গে এক ওয়াকফে নও সন্তানের মা। আমার সন্তানের জন্য কি কি করণীয় যাতে বড় হয়ে সে নিজের ওয়াকফের অঙ্গীকার পালন করতে পারে?

তার বয়স জানতে চাইলে বলা হয় তার বয়স এখন প্রায় ১৫ মাস। হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথম কথা হল, আপনি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে তার জন্য দোয়া করুন আর তার জন্য দুই রাকাত নফল পড়বেন এবং তাতে দোয়া করবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে প্রকৃত ওয়াকফে নও তৈরী করেন আর যখন সে বড় হবে তখন তাকে কুরআন করীম পড়ান এবং ইসলামের শিক্ষা দিন। আপনাকে নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই সন্তানদের সামনে নিজেদের আদর্শ তুলে ধরতে হবে যাতে তারা জানতে পারে যে, তাদের মা-বাবা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, কুরআন পড়ে এবং কুরআন করীমের অর্থ বোঝার চেষ্টা করে, তারাই হলেন কুরআন করীম এবং ইসলামের শিক্ষামালার পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত আর তারা ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রকৃত অনুসারী সে কথা যেন সন্তানেরা অনুধাবন করতে পারে। এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠা তাদের উন্নত ওয়াকফে নও হওয়ার সহায়ক হয়।

প্রশ্ন: আহমদী মেয়েদেরকে বান্ধবীদের সঙ্গে বাইরে যাওয়ার সময় কোন সীমা রেখার প্রতি যত্নবান থাকা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বাইরে কোথায় যাচ্ছেন? যদি রাত কাটাতে হয় তবে তা অনুচিত। এমনটি করা উচিত নয়। দিনের বেলা হলে ঠিক আছে, যেতে পারেন। আর বাইরে গেলে মনে রাখবেন যে আহমদী মেয়ে হিসেবে আপনাদের কিছু দায়িত্বাবলী রয়েছে। প্রথম কথা হল, সর্বপ্রথম আপনি ফজরের নামায পড়ুন, কুরআন করীমের কিছুটা অংশ তিলাওয়াত করুন এরপর বাইরে বের হন। যোহর ও আসরের নামাযের সময় হলে নামায পড়ুন। আর মগরিব-এশার সময় হলে নামায পড়ুন। গাম্ভীর্যপূর্ণ পন্থায় কথা বলুন, অযথা কথা বলবেন না। কোনও আহমদী ছেলে বা মেয়ে অহেতুক কথা জড়িয়ে পড়বেন না। আপনি নিজে এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলে বাকি মেয়েরাও জেনে যাবে যে, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম শিখতে হলে আমাতুন নুর-এর কাছে শিখতে হবে।

আমাতুন নুর জায় ওয়াহাব করীম-এর প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: দেখুন ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে বিয়ে হওয়া ভাল, কিন্তু উভয় পক্ষকে একে অপরের বিষয়ে সহনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, বিবাহের জন্য এমন সঙ্গী নির্বাচন করুন যে ধর্মভীরু, আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত এবং একজন পোক্ত মুসলমান। আপনি যদি ধর্মকে প্রাধান্য দেন তবে যে কোনও একজনকে বিয়ে করে নিন এবং তার জীবন সঙ্গীনী হিসেবে জীবন উপভোগ করুন। সব সময় মনে রাখবেন কেউ নিখুঁত হয় না। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে। সহনশীলতার অর্থ নিজের চোখ, কান এবং মুখ বন্ধ রাখা। সঙ্গীর দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করো না, বা তার সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনো না বা একে অপরকে দোষারোপ করো না। যদি আহমদীয়াতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিলন হয় তবে তা খুব ভাল কথা। এটাই হবে প্রকৃত আহমদী পরিবেশ। আমাদেরকে এই পরিবেশই তৈরী করার চেষ্টা করা উচিত। সমস্যা তখন হয়, যখন বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী দেখার সময় আমরা জাগতিক স্বার্থের দিকে নজর দিই। এই নিয়ে আলোচনা হয় যে পাত্র অনেক রোজগেরে, ভাল চাকরী করে, মেয়ের বেশ ভাল চাকরী ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই এই সব বিষয় না দেখে পাত্র-পাত্রীর চারিত্রিক গুণাবলী ও ধার্মিকতার মান কি তা দেখার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর প্রতি ইলহাম হয় যে রাশিয়ায় বালুকা রাশির ন্যায় আহমদীয়াত ছড়িয়ে পড়বে। এই ইলহাম পূর্ণ করার জন্য ওয়াকফে নও-এর কি ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি ইতিপূর্বেই বলেছি,আপনারা ওয়াকফে নও। আপনাদের কর্তব্যাবলী কি তা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। প্রায় ৫-৭ বছর পূর্বে আমি কানাডায় ওয়াকফে নওদের কর্তব্যাবলী সম্পর্কে একটি বিস্তারিত খুতবা দিয়েছিলাম।

১ম খুতবার শেষাংশ..

নেতা (সা.)-এর সাথে চরম সংগতি ও সামঞ্জস্য রাখার যোগ্য ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সকল নৈতিক গুণাবলী ও অভ্যাস অবলম্ব ন করা এবং আপন-পর সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর এমন প্রতিচ্ছবি ছিলেন যে, তরবারি ও বর্শার জোরেও তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি আর সারা জীবন তিনি এমনই ছিলেন। বিপদাপদ, ভয়ঙ্কর হাতিয়ার এবং অভিসম্পাত বা তিরষ্কার কিছুই তাঁকে অস্থির করতে পারে নি। তাঁর আত্মিক গুণাবলীর প্রধান বৈশিষ্টই ছিল সততা, স্বচ্ছতা, দৃঢ়চিত্ততা এবং খোদাভীতি। গোটা পৃথিবীও যদি মুরতাদ হয়ে যেতো তাতেও তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না এবং পিছপাও হতেন না বরং সদা অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতেন।"

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ১০১-১০৫)

এমনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসায় নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন। বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণায় সর্বশেষ যে স্মৃতিচারণ চলছিল তা এখানে শেষ হলো। সম্ভবত কতক সাহাবীর বর্ণনা যা আমি প্রথম দিকে করেছি সেগুলোর কিছু বিবরণ পরে হস্তগত হয়েছে তা কখনো সুযোগ পেলে বর্ণনা করে দিব অন্যথায় বদরী সাহাবীদের জীবনী যখন ছাপা হবে তখন তাতে সেসব সাহাবীদের বিস্তারিত বিবরণও ছেপে যাবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব সাহাবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।নক্ষত্রের ন্যায় সর্বক্ষেত্রে তারা আমাদের পথপ্রদর্শন করুন এবং তারা যে মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমরাও যেন সেই মানে উপনীত হতে সচেষ্ট হই। আমীন

****

১ম পাতার পর...

উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেখানে ভবিষ্যতের বিপদাপদ থেকেও রক্ষা পাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে। তৌহিদকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে , কেননা, শিরক ব্যতীত কোনও পাপ সৃষ্টি হয় না।

আমার মতে, বস্তুত যাবতীয় পাপ শিরকেরই শাখা-প্রশাখা। পাপে লিপ্ত ব্যক্তি এই কারণে পাপে লিপ্ত হয় কারণ সে খোদা তা'লার সত্তা এবং গুণাবলীর উপর পূর্ণ ঈমান এবং আস্থা রাখে না। তৌহিদ হল পুণ্যকর্মসমূহে জন্য এক বীজ স্বরূপ। সকল ধর্ম এবং সকল নৈতিকতা এই কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশেই আবর্তিত হয়। যদি না তৌহিদের মতবাদ অবলম্বন করা হয় তবে প্রকৃতির নিয়ম ও শরিয়তের নিয়ম- এই দুইয়ের ভিতই দুর্বল হয়ে পড়ে। শরিয়তের নিয়মের সম্পর্কটা আপাত দৃষ্টিতেও স্পষ্ট।কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কিত যাবতীয় উন্নতি এবং বিজ্ঞানের যাবতীয় ভিত্তিও তৌহিদের উপরই টিকে আছে। কেননা, যদি একাধিক খোদার মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তবে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম হতে হবে কিম্বা অন্তত তাদের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন হওয়া উচিত। আর যদি এমনটা হয়, অর্থাৎ একটি অপরিবর্তনীয় নিয়ম এবং পৃথিবীতে একটি সুসংহত প্রাকৃতিক নিয়ম বলবৎ না থাকত, তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মুখ থুবড়ে পড়ত। কেননা, এই পৃথিবীতে জারি একটি সুসংহত ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থাপনার উপরই ভিত্তি করে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং উদ্ভাবনের ব্যপকতা। মানুষের মধ্যে যদি এই ধারণা কাজ করে যে এই পৃথিবীতে কোনও ব্যবস্থাপনা নেই কিম্বা এই ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনশীল, তবে মানুষ কখনই প্রকৃতির রহস্য ও গভীরতা জানার বিষয়ে মনোযোগী হবে না।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২০)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir